POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করিবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করিয়াছিলেন

(সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 22

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 1 লা জুন, 2023 11 যুল কাদা 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যাকাত- অভাবগ্রস্তদের অধিকার

১৩৯৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) হযরত মুয়াজ (রা.)কে ইয়েমেন পাঠানো হয় এবং নির্দেশ দেন: তাদেরকে সেই সাক্ষ্যের দিকে আহ্বান কর যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনড় উপাস্য নেই আর আমি আল্লাহ্‌র রসূল। যদি তারা গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের বলে দিও, আল্লাহ্ তা'লা তা'লা তাদের জন্য দিনে ও রাত্রে পাঁচ বার নামায আবশ্যক করেছেন। যদি তারা একথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে বলো, আল্লাহ্ তাদের সেই সম্পদের উপর সদকা দেওয়াও বিধিবদ্ধ করেছেন যা তাদের মধ্য থেকে ধনীদের থেকে নিয়ে অভাবীদেরকে মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

যে কাজ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

১৩৯৬) হযরত আবু আইয়ুব (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে এক ব্যক্তি নবী (সা.) কে বলল: আমাকে এমন কোন কাজ বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।লোকেরা বলে উঠল , 'এর কি হয়েছে?' (অর্থাৎ এমন কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি?) আঁ হযরত (সা.) বললেন: অনেক প্রয়োজন আছে। (তোমদের উচিত) আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা,তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা।

(বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ এপ্রিল,২০২২

হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত যুক্তরাষ্ট্র, ২০২২,

প্রশ্নোত্তর

সততা ও বিশ্বস্ততার সেই গৌরবান্বিত পুরুষকে কুর্নিশ! যিনি খোদা তা'লা নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করাকে পছন্দ করেন নি, এর বিপরীতে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহন করতে প্রস্তুত হয়েছেন।

হযরত ইউসুফ খোদা তা'লার কৃপা ও সৌন্দর্যের প্রেমে বিভোর হয়ে ছিলেন। কোনও ভাবেই তিনি খোদা নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা পছন্দ করতেন না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

যদি অতীতে এর দৃষ্টান্ত খুঁজতে হয়, তবে সেটি ইউসুফ (আ.)-এর সততা ও বিশ্বস্ততা। তিনি সততা ও বিশ্বস্ততার সেই পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যে কারণে তিনি সিদ্দীক নামে অভিহিত হয়েছেন। একদিকে এক সুন্দরী তথা অভিজাত রমনীর নির্লজ্জতার হাতছানি, যে একান্ত নির্জনতায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে চায়, কিন্তু সততা ও বিশ্বস্ততার সেই গৌরবান্বিত পুরুষকে কুর্নিশ! যিনি খোদা তা'লা নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করাকে পছন্দ করেন নি, এর বিপরীতে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহন করতে প্রস্তুত হয়েছেন, এমনকি বন্দীদশাকেও বরণ করে নিয়েছেন। তাই তিনি বললেন, رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ অর্থাৎ ইউসুফ দোয়া করলেন, 'হে আমার প্রভু প্রতিপালক! এ আমাকে যার দিকে আহ্বান করে, তার চেয়ে আমি বন্দিত্বকে পছন্দ করি। এর দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উন্নত চরিত্র এবং নবুয়তের আত্মাভিমান সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি বিষয়টির উল্লেখমাত্র করেন নি। কি কারণে তিনি সে কথার উল্লেখ করেন নি? হযরত ইউসুফ খোদা তা'লার কৃপা ও সৌন্দর্যের প্রেমে বিভোর হয়ে ছিলেন। নিজ প্রেমাস্পদের তুলনায় কোন কিছুর সৌন্দর্যই তাঁকে আকৃষ্ট করত না। কোনও ভাবেই তিনি খোদা নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা পছন্দ করতেন না।

কথিত আছে যে তিনি দীর্ঘ বারো বছর কারাযাপন করেছেন। কিন্তু এই সময়কালে কখনও তিনি কোনও ধরণের অভিযোগ করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর বিধি বিধানের উপর তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থেকেছেন। এই সময়কালে তিনি পুনর্বিবেচনা বা নিজের মুক্তির জন্য বাদশহাকে কোনও আর্জিও জানান নি। বরং কথিত আছে যে, সেই স্বার্থান্ধ মহিলাটি যাতনা দেওয়ার প্রক্রিয়া ক্রমে বাড়াতে থাকে যাতে কোনও ভাবে তাঁর পদস্খলন ঘটে। কিন্তু সেই সিদ্দীক নিজের সততা ও বিশ্বস্ততা বিসর্জন দেন নি। খোদা তা'লা তাঁকে সিদ্দিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। এটিও সিদ্দিকের এক পদ মর্যাদা, পৃথিবীর কোন বিপদ, দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনা তাকে খোদা নির্ধারিত সীমা রেখা লঙ্ঘন করতে প্রণোদনা দিতে পারে না। যাতনা ও বিপদাপদ যতই বৃদ্ধি পায় সেটি তার সততা ও বিশ্বস্ততার মর্যাদাকে আরও দৃঢ় ও উপভোগ্য করে তোলে।

বস্তুত, যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি, মানুষ যখন ***ইইয়াকা নাবুদু*** উচ্চারণ করার পর সততা ও বিশ্বস্ততা সহকারে কোন কাজ করে, তখন খোদা তা'লা সততা ও বিশ্বস্ততার এক বিশাল নহর উন্মুক্ত করে দেন যা তার হৃদয়ের উপর এসে পড়ে এবং তা সততা ও বিশ্বস্ততায় পূর্ণ করে দেয়। সে নিজের পক্ষ থেকে কিছু অর্থ নিয়ে আসে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রতিদানে উৎকৃষ্টমানের মূল্যবান জিনিস ফিরিয়ে দেন। এর দ্বারা আমি এতটুকুই বোঝাতে চাইছি যে, মানুষের এই পদমর্যাদায় এতটা উন্নতি করা উচিত যে, সেই সততা ও বিশ্বস্ততা যেন তার পক্ষে নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়। এমন ব্যক্তির জন্য ঐশী জ্ঞান ও তত্ত্বদর্শিতার সাগর উন্মুক্ত হয়, তাকে এমন শক্তি দান করা হয় যে, যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা সকলের থাকে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৫)

এখন কেবল কুরআন করীমের সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কুরআন করীম ছাড়া অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারী যদি কোন বিষয়ের উপর আক্রমণ করে,তবে আমি দাবি করছি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের অনুসরণের কল্যাণে আমি তার যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারি এবং প্রত্যেক বিদ্বানকে নিরুত্তর করে দিতে পারি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হিজর-এর ১০ আয়াত اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহিত্যিক আরবী ভাষার পরিবর্তন থেমে যায়, এটিও কুরআন সংরক্ষণের একটি বিরাট মাধ্যম। আরবী ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ভাষা নেই যা আজও অবিকল তেমনি আছে যেমনটি তেরোশ বছর পূর্বে ছিল। চাসর এবং সেক্সপিয়ারের তিনশ বছর আগের ইংরেজির ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, কেননা বর্তমান যুগে প্রভূত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কুরআন করীম বোঝার জন্য প্রাচীন অভিধানের প্রয়োজন নেই। কেননা, যে ব্যক্তি আরবী সাহিত্য পড়ে সে কুরআন করীমও কারো সহায়তা না নিয়েই বুঝতে পারে।

এই সব বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদ সংরক্ষণের আরও একটি মাধ্যম ঠিক করেছেন যার মধ্যে ফিরিশতাদেরও কোন হস্তক্ষেপ নেই আর সেটি হল ইলহাম। ইলহামের ক্ষেত্রে অনেক সময় ফিরিশতরা কেবল ইলহাম বহনকারী হিসেবে

এরপর শেষ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

*শত্রুপক্ষের নারীদের সঙ্গে বিবাহ।

*নীতিগতভাবে ইসলাম মোটেই মানুষকে দাস-দাসী বানানোর পক্ষে নয়।

*রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া কাউকে বন্দী বানানো যাবে না।

* নজর লাগা এবং নিপীড়িতের বদদোয়া।

প্রশ্ন: হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এক বন্ধু লিখেন যে, আমি এটি জেনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছি বা আঘাত পেয়েছি যে, ইসলাম শত্রুপক্ষের নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের এবং তাদেরকে বিক্রি করে দেওয়ার অনুমতি প্রদান করে। এ বিষয়টি আমার জন্য চরম মনঃকষ্টের কারণ ছিল। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর আমার প্রত্যাশা ছিল যে, আপনি এ বিষয়টি খণ্ডন করবেন আর ইসলামকে এই দৃষ্টিভঙ্গির হাত থেকে মুক্ত আখ্যায়িত করবেন, কিন্তু আমি এমনটি দেখতে পাই নি।

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৩রা মার্চ, ২০১৮ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের গভীর অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: আসল কথা হল, এ বিষয়টি ভালভাবে স্পষ্ট না করার কারণে অনেক ধরনের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় আর হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমগ্রে এসব ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করেছেন আর তাঁর খলীফাগণও যুগে যুগে সুযোগ মতো এসব আপত্তির খণ্ডন করেছেন এবং সত্যিকার (ইসলামী) শিক্ষা বর্ণনা করতে থেকেছেন।

প্রথম কথা হল, ইসলাম শত্রুদের মহিলাদের সাথে কখনোই এই অনুমতি দেয় না যে, শুধুমাত্র যেহেতু তারা যুদ্ধ করেছে তাই, শত্রু যে-ই হোক তাদের মহিলাদের ধরে নিয়ে আসো আর নিজেদের দাসী বানিয়ে রাখো। ইসলামের শিক্ষা হল, যতক্ষণ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে (যুদ্ধ) বন্দী করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۶۸﴾

অর্থাৎ, পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছাড়া কাউকে বন্দী বানানো কোনো নবীর জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করছ অথচ আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) চাচ্ছেন পরকাল। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী (এবং) পরম প্রজ্ঞাময়।

অতএব যেখানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শর্ত আরোপ করা হয়েছে সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেসব মহিলাই বন্দী হিসেবে আটক হতো যারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হতো। তাই তারা শুধুমাত্র (শত্রুপক্ষের) মহিলাই হতো না বরং শত্রুযোদ্ধা হিসেবে তারা সেখানে আসতো। এছাড়া তখনকার যুদ্ধের আইন-কানুন এবং সে যুগের রীতি-প্রথার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে, সে যুগে যখন যুদ্ধ হতো তখন উভয় পক্ষ পরস্পরের লোকদের তারা পুরুষ, শিশু বা নারীই হোক না কেন তাদেরকে বন্দী হিসেবে দাস অথবা দাসী বানিয়ে নিতো। তাই

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

{অর্থাৎ, এবং (স্মরণ রেখো যে,) মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ মন্দ- অনুবাদক (সূরা আশ্ শূরা: ৪১)} আয়াতের অধীনে তাদের নিজেদের তথা উভয় পক্ষের সম্মতিপূর্ণ বিধানের আলোকে মুসলমানদের এমনটি করা কোনোরূপ আপত্তিকর কাজ আখ্যায়িত হয় না। বিশেষভাবে এটিকে সেই যুগ, সমাজ এবং আঞ্চলিক বিধানের আলোকে দেখা হলে। সে যুগে উভয় যোদ্ধাদল সেই সময়কার প্রচলিত আইন ও রীতি-নীতির আলোকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ করতো। আর যুদ্ধের সকল রীতি-নীতি উভয় দলের জন্যই সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হতো। অন্য পক্ষের এ বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকতো না। যদি মুসলমানরা সেসব স্বীকৃত রীতি-নীতি উপেক্ষা করে এমনটি করতো তবেই এই বিষয়টি আপত্তিকর হতো।

এতদসত্ত্বেও পবিত্র কুরআন একটি নীতিগত শিক্ষার সাথেও সেসব যুদ্ধের রীতি-নীতিকে বেধে দিয়েছে। (আল্লাহ্ তা'লা) বলেছেন,

فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ, কেউ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে তাহলে সে তোমাদের প্রতি যে পরিমাণ অন্যায় করতো তোমরাও তাকে সেই পরিমাণ অন্যায়ের শাস্তি দিবে।

(সূরা আল্ বাকারা: ১৯৫)।

এরপর বলা হয়েছে,

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থাৎ, এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করবে সে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাবে

(সূরা আল্ মায়েদা: ৯৫)।

এটি সেই নীতিগত শিক্ষা যা পূর্ববর্তী সকল শিক্ষার ওপরও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রাখে। বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে বিদ্যমান যুদ্ধের শিক্ষামালা অধ্যয়ন করলে তাতে শত্রুদের চরমভাবে ধ্বংস করার শিক্ষা দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ ও মহিলা তো দূরের কথা তাদের শিশু-কিশোর, জীবজন্তু এবং বাড়িঘরে পর্যন্ত লুটতরাজ চালানো, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেওয়ার নির্দেশাবলী তাতে পাওয়া যায়। কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন পরিস্থিতিতেও যখন উভয় পক্ষেরই নিজেদের আবেগের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং উভয়ে পরস্পরকে হত্যার জন্য লালায়িত থাকে আর আবেগের বশে এতোটাই উত্তেজিত থাকে যে, হত্যা করার পরও আবেগ প্রশমিত হয় না, এমনকি শত্রুদের মরদেহের অবমাননা করে ক্রোধ দমন করা হয়, (এমন পরিস্থিতিতেও) এমন শিক্ষা প্রদান করে যেন পাগলা ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে দেয় এবং সাহাবীগণ (রা.) এক্ষেত্রে এমন সুন্দর আমল করে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাস এমন শত শত ঈর্ষণীয় ঘটনার পরিপূর্ণ।

সে যুগে কাফিররা মুসলমান মহিলাদেরকে বন্দী বানাতো এবং তাদের প্রতি চরম অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করতো। বন্দীতো দূরের কথা তারা তো নিহত মুসলমানদের শবদেহের অবমাননা করে তাদের নাক-কান কেটে দিতো। হিন্দার, হযরত হামযা (রা.)'র কলিজা চিবিয়ে খাওয়ার কথা কে ভুলতে পারে? কিন্তু এমন ক্ষেত্রেও মুসলমানদেরকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকলেও কোনো মহিলা ও শিশুর ওপর যেন তরবারির আঘাত না হানে আর লাশের অবমাননা করতে সম্পূর্ণরূপে বারণ করে শত্রুর লাশেরও সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছে।

দাসীদের যতটুকু সম্পর্ক, এক্ষেত্রে এ বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়নের লক্ষ্যে পরিণত করতো আর যদি কোনো দরিদ্র নির্যাতিত মুসলমানের স্ত্রী তাহের করতলগত হতো তাহলে তারা তাকে দাসী হিসেবে নিজেদের স্ত্রীদের মধ্যে গণ্য করে নিতো।

কাজেই, وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا {অর্থাৎ, এবং (স্মরণ রেখো যে,) মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ মন্দ- অনুবাদক (সূরা আশ্ শূরা: ৪১)} আয়াতরূপী কুরআনের শিক্ষা মোতাবেক এমন মহিলা যারা ইসলামের ওপর আক্রমণকারী সেনাদলের সাথে তাদের সাহায্যার্থে আসতো আর সে-ই যুগের (প্রচলিত) রীতি অনুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে দাসী হিসেবে বন্দী হতো। এরপর শত্রুপক্ষের এসব নারীদের যখন মুক্তিপন পরিশোধ করে কিংবা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মুক্ত করেও নেওয়া হতো না তাহলে এমন মহিলাদের সাথে নিকাহ্র পরেই দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারতো। কিন্তু এমন বিয়ের ক্ষেত্রে সেই দাসীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক হতো না। একইভাবে এমন দাসীকে বিয়ে করার ফলে পুরুষদের জন্য চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতির ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা বা ভিন্নতা দেখা দিতো না, অর্থাৎ একজন পুরুষ চারটি বিয়ে করার পরও উপরোক্ত প্রকার দাসীকে বিয়ে করতে পারতো। কিন্তু সেই দাসীর গর্ভে যদি সন্তান জন্ম নিতো তাহলে সে সন্তানের মা হিসেবে স্বাধীন হয়ে যেত।

এছাড়া ইসলাম দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার, তাদের তা'লীম ও তরবীয়তের ব্যবস্থা করার এবং তাদের মুক্ত করে দেওয়াকে সওয়াব বা পুণ্যের কারণ আখ্যা দিয়েছে। কাজেই আবু মূসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে,

"মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি কারো কাছে দাসী থাকে আর সে তাকে খুবই উত্তম আদাব বা শিষ্টাচার শেখায় এবং এরপর তাকে মুক্ত করে তাকে বিয়ে করে তাহলে সে দ্বিগুণ সওয়াব বা পুণ্য লাভ করবে।" (সহীহ্ বুখারী)

রুঈফা বিন সাবেত আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন যে,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ- يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ- (سنن ابی داود کتاب النکاح باب فی وطء السبایا)

অর্থাৎ, "আমি মহানবী (সা.)-কে হুনায়নের (যুদ্ধের) দিন বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য বৈধ নয় যে, সে নিজের পানি অন্য কারো ক্ষেতে লাগাবে। অর্থাৎ, গর্ভবতী মহিলার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য বৈধ নয় যে, সে বন্দী নারীর গর্ভে কোনো সন্তান আছে কি-না তা না জেনেই তার সাথে সহবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য বৈধ নয় যে, সে মালে গণিমত (বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বন্টন হওয়ার পূর্বেই বিক্রি করবে।"

(সুনান আবু দাউদ)

কাজেই নীতিগত বিষয় হল, ইসলাম আদৌ মানুষকে দাস-দাসী বানানোর পক্ষে নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, সে-ই সময়কার বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে এর সাময়িক অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু ইসলাম এবং মহানবী (সা.) অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকেও স্বাধীন বা মুক্ত করার উপদেশ দিয়েছে আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বয়ং স্বাধীনতা অর্জন না করতো অথবা তাদেরকে মুক্ত করে না দেওয়া হতো (ততক্ষণ পর্যন্ত) তাদের সাথে সৌহার্দ্য ও অনুগ্রহসুলভ ব্যবহার করারই তাগিদপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আর যখনই এই বিশেষ অবস্থা কেটে গেছে এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেমনটি বর্তমানে প্রচলিত আছে; এর সাথেই দাস-দাসী বানানোর প্রথাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন ইসলামী শরীয়তের আলোকে দাসী কিংবা দাস রাখার আদৌ কোনো কারণ নেই। বরং (এ যুগের) হাকাম ও আদল তথা ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এখন

এরপর ১০ ও ১২ পাতায়..

জুমআর খুতবা

"স্মরণ রেখো! যতক্ষণ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه মস্তিষ্ক ও মননে প্রোথিত না হবে এবং নিজ সত্তার প্রতিটি অণু - পরমাণুতে ইসলামের আলো ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ উন্নতি হবে না।"

কেয়ামত দিবসে আমার শাফাআত লাভের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবে সে, যে বিশুদ্ধচিত্তে কিংবা পবিত্র অন্তঃকরণে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -র স্বীকারোক্তি প্রদান করবে। (হাদীস)

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে মান্য করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। যিনি ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ প্রাঞ্জলভাবে, সেগুলোর গভীরতা ও অন্ত র্নিহিত প্রজ্ঞার সাথে আমাদের অবহিত করেছেন। যেভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -র গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে {তিনি (আ.)} আমাদেরকে বলেছেন সেখানে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه (সা.)-এর মাকাম বা পদমর্যাদার বিষয়েও আমাদের অবহিত করেছেন। (মসীহ মওউদ)

মক্কা বিজয়ের সময় হাজার হাজার প্রতিমা পূজারী لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -র শ্রেষ্ঠত্ব দেখেছে।

একটি বিষয় রয়েছে যার কোনো পরিবর্তন নেই আর তা হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه। এটিই আসল জিনিস এবং বাকি সবই এর পরিপূরক।

যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه বলে সে নিজ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সত্যবাদী তখন প্রমাণিত হয় যখন সে সত্যিকার অর্থেই ব্যবহারিকভাবে প্রমাণ করে দেখায় যে, বাস্তবিক অর্থেই (তার জন্য) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো প্রেমাস্পদ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যস্থল নেই।

যে-ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের অধিকার খর্ব করে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে অথবা অন্যান্য পাপ থেকে বিরত হয় না, আমি বিশ্বাস করি না যে, সে তওহীদের মান্যকারী। কেননা এটি এমন এক নেয়ামত, যা লাভ করতেই মানুষের মাঝে এক অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। " (মসীহ মওউদ)

এ পরিবর্তন তখনই আসে, আর তখনই মানুষ সত্যিকার একত্ববাদী হয় যখন এসব অভ্যন্তরীণ অহংকার, আত্মশ্লাঘা, কৃত্রিমতা, হিংসা, শত্রুতা, বিদ্বেষ, কার্পণ্য, কপটতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ প্রভৃতির প্রতিমা দূর হবে। যতদিন এসব প্রতিমা অভ্যন্তরে থাকবে ততদিন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলার ক্ষেত্রে মানুষ কীভাবে সত্যবাদী সাব্যস্ত হতে পারে?

লায়লাতুল কদর প্রকৃতপক্ষে তখন লাভ হয় যখন আমরা নিজেদের সবকিছু, নিজেদের সকল কথা ও কাজ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাব এবং তদনুযায়ী আমল করব আর এরপর সেগুলোকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেব এবং এটিই সেই প্রকৃত চিহ্ন যেটি লায়লাতুল কদর লাভের চিহ্ন।

হ্যাঁ, যদি আমরা আমাদের অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করি এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -র প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে কেবল খোদা তা'লার সত্তাকেই আমাদের উপাস্য, উদ্দেশ্য এবং প্রেমাস্পদ বানাই আর দুনিয়ার চেয়ে বেশি খোদাপ্রেম এবং খোদা লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই বিপ্লব দ্রুত সাধিত হতে পারে।

এই শেষ দশক থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভ এবং প্রকৃত অর্থেই লায়লাতুল কদর অর্জনের জন্য আমাদের لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه। কলেমাকে নিজেদের মন-মস্তিষ্কের প্রতিধ্বনি বানাতে হবে এবং নিজেদের প্রতিটি কাজে ও কর্মে তা মেনে চলতে হবে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন।

এই দিনগুলোতে বিশ্বের সামগ্রিক শান্তি ও স্থায়ীত্বের জন্যও দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা মানবতার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৪ই এপ্রিল, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (১৪ শাহাদত ১৪০২ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه হচ্ছে সেই কলেমা যা তওহীদ বা একত্ববাদের ভিত্তি।

মহানবী (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির জন্য আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه পাঠ করেছে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪২৫)

অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাঁর কৃপাদৃষ্টি যাচনা করে, তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়ে, নিজের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করে মানুষ যখন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه পড়ে তখন সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়। আর যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুনকে হারাম করে দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিফাক, হাদীস-৬৪২৩)

একস্থানে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দেবেন। আর এই শিক্ষাই সকল নবীরা নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) একবার বলেছেন, আমি এবং আমার পূর্বের নবীরা সর্বোত্তম যে কলেমা বা বাক্যটি পড়েছেন তা হলো, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ । (মোতা ইমাম মালিক, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৫০১)

অতএব এটি হলো সকল নবীর শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেসব নবীর জাতির লোকেরাই, যাদের জন্য এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, এটিকে সরাসরি

কিংবা পরোক্ষভাবে ভুলে গিয়ে শির্ক-এর মাধ্যম বানিয়ে বসেছে। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে গিয়েছে। আমরা সৌভাগ্যবান, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে সেই কামেল বা উৎকর্ষ শিক্ষা দিয়েছেন যা শির্ক-এর মূলোৎপাটন করেছে এবং তিনি (সা.) তওহীদের সত্যিকার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

অতএব এখন যে (ব্যক্তি) মহানবী (সা.)-এর প্র কৃত শিক্ষার ওপর আমল করবে এবং বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি প্রদান করবে সে-ই খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারীও হবে আর মহানবী (সা.)-এর শাফাআত বা সুপারিশ থেকেও অংশ লাভ করবে। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, কেয়ামত দিবসে আমার শাফাআত লাভের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবে সে, যে বিশুদ্ধচিত্তে কিংবা পবিত্র অন্তঃকরণে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -র স্বীকারোক্তি প্রদান করবে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-৯৯)

অতএব মহানবী (সা.)-এর শাফাআত বা সুপারিশ লাভের জন্য বিশুদ্ধচিত্তে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -র স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে, যাতে জগতের কোনো মিশ্রণ থাকবে না, সে-ই তাঁর শাফাআত লাভের অংশীদার হবে। মহানবী (সা.) হলেন সেই সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ নবী যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা শাফাআত বা সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মোতাবেক তাঁর (সা.) প্র তি ঈমান আনয়নও আবশ্যক এবং তাঁর (সা.) এই পদমর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) এভাবে বলেছেন যে, এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে বিশুদ্ধচিত্তে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه। -র সাক্ষ্য দিবে অথচ আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুনকে হারাম করবেন না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-১২৮)

একস্থানে শুধুমাত্র لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه রয়েছে, অন্যত্র مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه -ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতএব এখন তওহীদের স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লারশেষ ও পূর্ণাঙ্গ নবী হওয়ার স্বীকারোক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনিই (সেই রসূল) যিনি নিজের উম্মতের মাঝ থেকে সম্পূর্ণরূপে শির্ক-এর মূলোৎপাটনের ঘোষণা দিয়েছেন। আর আল্লাহ্তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) সেই ব্যক্তির প্রতি চরম অসন্ত ষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন, যে কোনোভাবে সামান্যতম শির্ক-এরও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের মাঝেও এমন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে যারা এমন সুপ্ত শির্ ক-এ লিপ্ত যা করতে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) কঠোরভাবে বারণ করেছেন।

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে মান্য করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। যিনি ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ প্রাঞ্জলভাবে, সেগুলোর গভীরতা ও অন্ত র্নিহিত প্রজ্ঞার সাথে আমাদের অবহিত করেছেন। যেভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -র গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে {তিনি (আ.)} আমাদেরকে বলেছেন সেখানে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه (সা.)-এর মাকাম বা পদমর্যাদার বিষয়েও আমাদের অবহিত করেছেন।

এখন আমি এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যা এই বিষয়টিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে এবং আমাদেরও এদিকে মনোযোগী করে যে, আমাদেরও এই বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে কীভাবে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বাণী اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ - (আল মায়েদা: ৪) এর ব্যাখ্যা নিজেই করে দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি লক্ষণ থাকা একান্ত আবশ্যক। {তিনি (আ.) সেখানে লক্ষণাবলী বর্ণনা করছিলেন,} যার মধ্যে প্রথমটি ছিল, اَصْلُهَا ثَابِتٌ (ইব্রাহিম: ২৫) অর্থাৎ যার শেকড় সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। দ্বিতীয় লক্ষণ হলো, فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ অর্থাৎ যার ডালপালা বা শাখা-প্রশাখা গগনচুম্বি। (ইব্রাহিম: ২৫) তৃতীয় লক্ষণ হলো, تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ অর্থাৎ সর্বদা টাটকা ফল প্রদান করে। (ইব্রাহিম: ২৬) অতএব ইসলামই সেই ধর্ম, যা এই মানদণ্ডে পরীক্ষিত।

যাহোক, প্রথম লক্ষণ اَصْلُهَا ثَابِتٌ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি সমূহ, যা প্রথম লক্ষণ, যা দ্বারা কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বোঝানো হয়েছে। (অর্থাৎ اَصْلُهَا ثَابِتٌ -কে যদি প্রমাণ করতে হয় তাহলে এর প্রথম লক্ষণ হলো, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه) তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে এটিকে এতো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে,আমি যদি (এর) সকল দলীল-প্রমাণ লিখতে বসি তাহলে কয়েক খণ্ডেও তা শেষ হবে না। (বই-পুস্ত ক লিখতে হবে।) তবে, উদাহরণস্ব রূপ এর মধ্য হতে সামান্য কিছু নিম্নে লিখছি। যেমনটি এক স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারায় (আল্লাহ্) বলেছেন,

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ
فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৬৫) অর্থাৎ, নিশ্চয় আকশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রাত ও দিনের পালাবদলে, আর সেসব নৌযানের চলাচলে যা সমু দ্রে মানুষের উপকারার্থে চলাচল করে, আর আল্লাহ্ আকাশ হতে যেই বারিধারা বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন এবং পৃথিবীতে সকল প্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহে পরিবর্তন করেন এবং মেঘমালাকে আকাশ ও পৃথিবীতে নিযুক্ত করেছেন– এসবকিছু খোদা তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর এলহাম আর তাঁর সুপরিকল্পনার অধীনে কর্ম সম্পাদনকারী হওয়ারপরিচায়ক। তিনি (আ.) বলেন, এখন লক্ষ্য করো! এই আয়াতে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ঈমানের এই নীতি সম্পর্কে কীভাবে নিজের (সৃষ্ট) এই প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে প্রমাণ উপ স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -কে প্রমাণ করেছেন আর প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে এই দলীল দিয়েছেন। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান নিজের সেসব সৃষ্টির মাধ্যমে, যেগুলো দেখলে এই আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, নিঃসন্দেহে এই জগতের একজন আদি, পরিপূর্ণ, এক-অদ্বিতীয় এবং সুপরিকল্পনার অধীনে কর্ম সম্পাদনকারী আর নিজ রসূলদের পৃথিবীতে প্রেরণকারী স্রষ্টা রয়েছেন। এর কারণ হলো,খোদা তা'লার এই সৃষ্টিকূল এবং বিশ্বজগতের এই পুরো ব্যবস্থাপনা, যা আমাদের চোখের সামনে রয়েছে এটি পরিষ্কারভাবে জানান দিচ্ছে যে, এই বিশ্বজগৎ আপনা-আপনি (সৃষ্টি) হয়নি, বরং এর একজন স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন যার মাঝে এসব গুণ থাকাও বাঞ্ছনীয় যে, তিনি রহমান তথা স্বতঃপ্রবৃত্ত দাতাও হবেন, রহীম তথা পরম করুণাময়ও হবেন, ***কাদেরে মুতলাক*** তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীও হবেন এবং এক-অদ্বিতীয় ও অংশিবাদি-মুক্ত হবেন আর আদি-অনন্ত হবেন অধিকন্তু সুপরিকল্পনার অধীনে কর্ম সম্পাদনকারীও হবেন আর সমস্ত পরিপূর্ণ তথা পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর সমাহার হবেন এবং ওহী অবতীর্ণকারীও হবেন ।"

(জঙ্গে মুকাদ্দস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৩-১২৫)

অতএব, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه হৃদয়ে শুধুমাত্র এক উপাস্য হওয়ার ধারণাই সৃষ্টি করে না, বরং এ কথাও হৃদয়ে প্রোথিত করে এবং করা উচিৎ যে, আমাদের খোদা হলেন সেই এক খোদা যিনি আদি থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সব সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীএই পুরো বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। আর সমস্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য আমাদেরকে তঁ ার সমীপেই বিনত হতে হবে। অতএব, ঈমানের অবস্থা যখন এরূপ হয়ে যায়তখন তা পূর্ণ ঈমান হয়ে থাকে যাতে শিরকের মিশ্র ণ থাকতেই পারে না এবং এটিই সেই ঈমান যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, বিশুদ্ধভাবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"সাহায্য যাচনার ব্যাপারে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যার কাছে সাহায্য যাচনা করা যায় এমন সত্তা হওয়ার প্রকৃত অধিকার আল্লাহ্ তা'লারই রয়েছে।"

অর্থাৎ যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় অথবা সাহায্যকারী কেউ থাকলে কেবল আল্লাহ্ তা'লাই সেই যোগ্যতা রাখেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই সেই পরিপূর্ণ সত্তাযাঁর কাছে সাহায্য যাচিত হওয়া উচিত। অন্য কেউ এভাবে সেই যোগ্যতাই রাখে না আর না তার সেই সামর্থ্য আছে। আর এ বিষয়েই পবিত্র কুরআনও জোর দিয়েছে। অতএব বলা হয়েছে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔। প্রথমে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় গুণ রব, রহমান, রহীম এবং মালিকি ইয়াওমিদ্দীন প্রকাশ করেছেন, এরপর اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ এর শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎআমরা ইবাদতও তোমারই করি এবং সাহায্যও তোমার কাছেই চাই। অর্থাৎ সেই ইবাদত করার জন্য সাহায্যও তোমার কাছেই চাই। তোমার সাহায্য ছাড়া আমাদের ইবাদত করাও সম্ভব নয়। এতে বুঝা যায় যে, সাহায্য যাচনা করা যায় এমন সত্তা হওয়ার প্রকৃত অধিকার কেবল আল্লাহ্ তা'লারই রয়েছে। কোনো মানুষ, প্রাণী, পশুপাখি, মোটকথা কোনো সৃষ্টজীবের জন্য আকাশেও এবং পৃথিবীতেও এ যোগ্যতা নেই। কিন্তু হ্যাঁ, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিচ্ছায়ারূপে এ যোগ্যতা আল্লাহ্প্রেমী এবং খোদার মহাপুরুষদের দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাদের দোয়ার ফলেও সাহায্য লাভ হয়। তিনি বলেন, আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে, কোনো কথা আমরা নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে নিব, বরং আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নির্দেশাবলীর অধীনে আমাদের থাকা উচিৎ। এরই নাম সীরাতে মুস্তাকীম এবং এ বিষয়টি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه। এর মাধ্যমে সহজেই বোঝা সম্ভব। এর প্রথম অংশ থেকে বুঝা যায় যে, কেবল আল্লাহ্ তা'লাই মানুষের প্রেমাস্পদ, উপাস্য এবং অভিষ্ট লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় অংশ থেকে মুহাম্মদ (স.)-এর রসূল হওয়ার সত্যতা প্রকাশ পায়।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৩-৫৪)

এরপর তিনি বলেন, যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে তার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত খোদা তা'লার প্রাকৃতিক নিয়ম এটিই যে, তিনি সর্বদা তওহীদের তথা একত্ববাদের সমর্থন করেন।

যত নবী তিনি প্রেরণ করেছেন, তারা এজন্য এসেছিলেন যেন তারা মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির উপাসনা দূর করে খোদার উপাসনা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাদের সেবা এটিই ছিল যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه এর বাণী যেন পৃথিবীতে উজ্জ্বল

হয় যেভাবে সেটি আকাশে জ্বলজ্বল করে। সুতরাং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলেন তিনি যিনি এ বাণীকে সর্বাধিক উজ্জ্বল করেছেন। যিনি প্রথমে মিথ্যা উপাস্যদের অসারতা প্রমাণ করেছেন, মিথ্যা উপাস্যদের দুর্বলতা প্রমাণ করেছেন এবং জ্ঞান ও শক্তির মানদণ্ডে তাদের হীনতা সাব্যস্ত করেছেন, আর যখন সবকিছু প্রমাণ করেছেন তখন চিরকালের জন্য সেই সুস্পষ্ট বিজয়ের নিদর্শন হিসেবে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -র বাণী রেখে গেছেন। তিনি কেবল প্রমাণবিহীন দাবিরূপে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ বলেননি, বরং তিনি প্রথমে প্রমাণ দিয়ে এবং মিথ্যা প্রভুদের অসারতা দেখিয়ে তারপর মানুষকে এদিকে মনযোগী করেছেন যে দে খো, এ খোদা ব্যতীত তোমাদের আর কোনো খোদা নেই যিনি তোমাদের ক্ষমতা ও শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছেন এবং সব দম্ভ ও অহংকার ধুলিসাৎ করেছেন। সুতরাং এই প্রমাণিত বিষয়কে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে চিরকালের জন্য এই কল্যাণময় কলেমা তিনি শিখিয়েছেন যে, "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ: ৬৫)

মক্কা বিজয়ের সময় হাজার হাজার প্রতিমা পূজারী لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ -র শ্রেষ্ঠত্ব দেখেছে।

মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন যে, এখনও কি তোমার কাছে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-র তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয় নি? তখন সে উত্তর দেয় যে, আমি খুব ভালোভাবে বুঝে গেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য যদি থাকত তাহলে তারা আমাদের কিছুটা হলেও সাহায্য করত! যে তিনশত ষাটটি প্রতিমা আমরা বানিয়ে রেখেছি আর আমরা যাদের উপাসনা করি তারা কিছুটা হলেও আমাদের সাহায্য করত!

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৩৯) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস-২৪৭৮)

একজন বিরোধীর আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "পবিত্র ও সম্মানিত নবী (সা.)-এর শিক্ষা হলো لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পাঠ করলে পাপ দূর হয়– আপনার এই বক্তব্য একান্ত সঠিক। আর এটিই প্র কৃত সত্য। তোমরা যে বলো পাপ মুছে যায় এটি একান্ত সঠিক কথা। যে শুধুমাত্র খোদাকেই এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করে এবং এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, মুহাম্মদ মুস্ত ফা (সা.)-কে সেই সর্ব শক্তিমান ও এক খোদা প্রেরণ করেছেন, আর যদি এই কলেমায় (বিশ্বাসী হিসেবে) তার মৃত্যু হয় তাহলে সে নিঃসন্দেহে নাজাত বা মুক্তি লাভ করবে। আকাশের নীচে কারো আত্মহত্যায় কখনোই নাজাত লাভ হতে পারে না। কারো মৃত্যুতে নাজাত লাভ হয় না। আর কেউ যদি তোমার খাতিরে মারা যায় তাহলেও নাজাত লাভ হবে না। কলেমা দ্বারা নাজাত লাভ হবে। তিনি বলেন, আর তার চেয়ে বড় উন্মাদ আর কে হবে যে এই ধারণা করে যে, কলেমায় নাজাত লাভ করবে না, (একথা ভেবে দেখো এবং চিন্তা করো যে, এটা সাধারণভাবে বা এমনিতেই বলে দেওয়া নয়,) কিন্তু খোদাকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করা আর এমন দয়ালু মনে করা যে, তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে পৃথিবীকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজ রসূল প্রেরণ করেছেন যার নাম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)– এটি এমন এক বিশ্বাস যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনের ফলে আত্মিকঅন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং আত্মপূজা দূরীভূত হয়ে তওহীদ সেই স্থান নিয়ে নেয়। পরিশেষে তওহীদের শক্তিশালী উচ্ছ্বাস হৃদয়কে পরিবেষ্টন করে ইহজগতেই জান্নাত প্রতীম জীবন আরম্ভ হয়ে যায়।"

অতএব, বাস্তবতা জানতে হবে যে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ এর অর্থ কী مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর অর্থ কী? তাহলে জান্নাত ইহজগতেই আরম্ভ হয়ে যাবে।

তিনি (আ.) বলেন, "যেমনটি তোমরা দেখো যে, আলো আসলে অন্ধকার থাকতে পারে না। একইভাবে যখন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ এর আলোকজ্জ্বল ছটা হৃদয়ে পড়ে তখন আত্মিক কলুষতার আবেগসমূহ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়, দূর হয়ে যায়। পাপের বাস্তবতা এটি ছাড়া আর কিছু নয় যে, বিদ্রোহের মিশ্র ণে প্র বৃত্তির আবেগ-অনুভূতির কোলাহল হয়– যার অনুসরণের অবস্থায় একজন মানুষের নাম পাপী রাখা হয়। আর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ এর অর্থ, যা আরবী অভিধানের ব্যাপক ব্যবহারে জানা যায়, অর্থাৎ অভিধানে এর অর্থে র যে বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তা হলো, ***'লা মাতলূ বা লী, ওয়ালা মাহবূ বা লী, ওয়ালা মা'বূ দা লী, ওয়ালা মুতাআ লী, ইল্লাল্লাহ'*** অর্থাৎ, আল্লাহ্ ভিন্ন আমার আর কোনো লক্ষ্য নেই এবং প্রেমাস্পদ নেই আর উপাস্য নেই এবং নেতা বা অনুসরণীয় নেই। (নুরুল কুরআন নম্বর-২, রূহানী খাযায়েন,৯ম খণ্ড, পৃ: ৪১৮-৪১৯)

যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন নিঃসন্দেহে ইহজীবনও জান্নাত হয়ে যায় এবং ক্ষমার উপকরণ এই পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়ে যায়।

এরপর কলেমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন,

মূল কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'লা বহু আদেশ-নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর মাঝে কিছু এমন রয়েছে যেগুলো পালন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। উদাহরণস্ব রূপ হজ্জ। এটি তার জন্য ফরয বা আবশ্যক যার সামর্থ্য রয়েছে। প্রত্যেকের জন্য হজ্জ ফরয নয়। এছাড়া পথের নিরাপত্তা থাকতে হবে। হজ্জের জন্য এটিও আবশ্যক শর্ত। ব্যক্তির অবর্তমানে তারপরিবারের জীবন ধারণের যথেষ্ট ব্যবস্থাও থাকতে হবে। অর্থাৎ পরিবারের যেসব সদস্যকে রেখে যাচ্ছে তাদের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা করতে হবে, এমন নয় যে, তাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে হজ্জে চলে যাবে। অধিকন্তু এরূপ প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ হলে হজ্জ করা যাবে। অনুরূপভাবে যাকাতের বিষয়টি রয়েছে, যাকাতের জন্য নূন্যতম সম্পদ যার কাছে আছে সেই (যাকাত) দিতে পারে, অর্থাৎ যার ওপর যাকাত ফরয বা ওয়াজিব হয়। অনুরূপভাবে নামাযের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো সফরে বা অসুখবিসুখে নামায কসর হয় বা জমাও হয়ে যায়, কিন্তু একটি বিষয় রয়েছে যার কোনো পরিবর্তন নেই আর তা হলো لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ। এটিই আসল জিনিস এবং বাকি সবই এর পরিপূরক।

ইবাদত না করলে তওহীদ পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ ইবাদত না করলে তওহীদ পূর্ণতা পায় না, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ বলার দায়িত্ব পালন হয় না। এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলে সে নিজ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সত্যবাদী তখন প্রমাণিত হয় যখন সে সত্যিকার অর্থেই ব্যবহারিকভাবে প্রমাণ করে দেখায় যে, বাস্তবিক অর্থেই (তার জন্য) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো প্রেমাস্পদ, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যস্থল নেই। অতএব এটিই হলো ঈমানের শর্ত। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি নয়। বরং لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ বলে থাকলে তা নিজের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন করে এবং তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে আর আল্লাহর প্রাপ্য ও বান্দাদের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে, কেননা এগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আর নিজের প্রেমাস্পদের জন্য এবং যাকে পাওয়া উদ্দেশ্য তাঁর জন্য আর যার অন্বেষণ করা হয় তাঁর জন্য তাঁর আদেশ পালন করাও আবশ্যক। তখন একজন মানুষ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ -র ওপর সত্যিকার আমলকারী হয়,অর্থাৎ মান্যকারী হয়। তিনি (আ.) বলেন, যখন তার এই অবস্থা হবে এবং সত্যিকার অর্থেই তার ঈমান ও আমলের স্বরূপ এই স্বীকারোক্তির প্রতিফলন ঘটাবে তখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে এই স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদী নয়। অর্থাৎ এমনটি হলে খুবই ভালো কথা, তাহলে সে মিথ্যাবাদী নয়। (এর ফলে) সমস্ত জাগতিক উপকরণ পুড়ে গেছে এবং তার ঈমানের কারণে সেগুলোর ওপর এক বিলীনতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ বলার মাধ্যমে সমস্ত জাগতিক উপকরণ পুড়ে গেছে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রেমাস্পদ হয়ে গেছেন। অতএব এরূপ ঈমানী অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরই সে মুখ দিয়ে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ উচ্চারণ করে এবং এর দ্বিতীয় অংশে যে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ রয়েছে তা রয়েছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কেননা উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকল বিষয় সহজ হয়ে যায়। নবীগণ (আ.) দৃষ্টান্তের জন্য আসেন এবং মহানবী (সা.) ছিলেন সকল পরিপূর্ণ দৃষ্টান্তের সমষ্টি, কেননা সকল নবীর দৃষ্টান্ত তাঁর মাঝে একীভূত ছিল। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮২-৮৩)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ -র প্রকৃত মর্ম মহানবী (সা.) উপলব্ধি করেছিলেন। মহান আল্লাহ্‌র যেসব নির্দেশ ছিল সেগুলোর ওপর সঠিকভাবে আমল এবং সেগুলোর ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সা.)। আর তিনি (সা.)-ই হলেন সেই পূর্ণাঙ্গীন দৃষ্টান্ত যিনি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ -র পূর্ণতা দিয়েছেন এবং এর ওপর আমলকে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

পুনরায় আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,প্রথাগত বয়আত কোনো উপকারে আসে না। এ ধরনের বায়আতের মাধ্যমে (সফলতার) অংশীদার হওয়া কঠিন। কোনো ব্যক্তি তখনই (সফলতার) অংশীদার হবে যখন সে নিজ সত্তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে খাঁটি প্রেম ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর সাথে যোগ দিবে।"

যার বয়আত করেছ তার সাথে পূর্ণ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে সঙ্গী হয়ে যাও, বয়আত করা তখনই কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে। তিনি (আ.) বলেন, মুনাফেকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত বে-ঈমান সাব্যস্ত হয়েছে। তারাও প্রথাগত বয়আত করেছিল। তাদের মাঝে সত্যিকার ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় নি, তাই মৌখিক لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ তাদের কোনো কাজে আসেনি। তিনি (আ.) বলেন, অতএবএই সম্পর্ককে গভীর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এই সম্পর্ককে সে অর্থাৎ সত্যান্বেষী ঘনিষ্ট না করে এবং (এর জন্য) চেষ্টা না করে তাহলে তার অভিযোগ ও অনুশোচনা নিরর্থক। ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক কে বৃদ্ধি করা উচিত। যতদূর সম্ভব রীতিনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি, অর্থাৎ মুর্শিদের রঙে রঙিন হওয়া উচিত। তিনি (আ.) বলেন, মানবাত্মা দীর্ঘ জীবনের আশ্বাস দেয়; [মানুষ ভাবতে থাকে যে, অনেক দীর্ঘ জীবন এখনও পড়ে আছে, আমি তো এখনও যুবক;] এটি এক প্রবঞ্চনা। জীবনের কোনো ভরসা নেই। ধার্মিকতা ও ইবাদতের প্রতি যথাশীঘ্র ঝোঁকা উচিত এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫)

আমি কী করছি, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهِ -র ওপর কতদূর আমল করছি তা বিশ্লেষণ করা উচিত, সে সম্পর্কে তিনি (আ.) আমাদের উপদেশ প্রদান করেছেন।]

পুনরায় এক স্থানে তিনি (আ.) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه কলেমাকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং এর দাবি পূরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, "আমার কথার অর্থ কখনোই এটি নয় যে, মুসলমানরা অলস হয়ে যাক। কলেমা পড়া হয়ে গেল তো গা-ছাড়া হয়ে যাও! ইসলাম কাউকে অলস বানায় না। নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্য ও চাকরিবাকরিও করবে। কিন্তু আমি এটি পছন্দ করি না যে, খোদার জন্য তাদের কোনো সময়ই থাকবে না! [মুখে যদিও বলছে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের বেলায় তাদের কোনো সময়ই নেই, জগৎ নিয়েই ব্যস্ত।] ব্যবসার সময়ে অবশ্যই ব্যবসা করো, এবং আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতিকে সেই সময়ও দৃষ্টিপটে রাখো যেন সেই ব্যবসাও ইবাদতের রঙ ধারণ করে। নামাযের সময় নামায পরিত্যাগ করবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয় যা-ই হোক না কেন, ধর্মকে অগ্রগণ্য করো।" [ধর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক। আমরা নিজেদের অঙ্গীকারনামা পাঠের সময় এই অঙ্গীকারও করে থাকি যে, জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে ধর্মকে আমরা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেবো।]

তিনি (আ.) বলেন, "জগৎ যেন আসল লক্ষ্য না হয়, বরং ধর্ম যেন আসল লক্ষ্য থাকে। তাহলে জাগতিক কর্মকাণ্ডও ধার্মিকতায় পরিণত হবে। সাহাবীদের দেখো! তারা কঠিন থেকে কঠিনতর সময়েও খোদাকে পরিত্যাগ করেননি। যুদ্ধবিগ্রহের সময়গুলো এতটা ভয়ংকর হয়ে থাকে যে, সেটির কথা শুধু চিন্তা করলেই মানুষ ঘাবড়ে যায়। সেই সময়টি, যা উত্তেজনা ও ক্রোধের সময় হয়ে থাকে, সেরূপ পরিস্থিতিতেও তারা খোদার ব্যাপারে উদাসীন হন নি, নামায পরিত্যাগ করেন নি, দোয়ার সাথে কাজ করেছেন। এখন এটি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এমনিতে তো মানুষ সবরকম তোড়জোড় চালায়, বড় বড় বক্তৃতা করে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه -র কথা বলে, জলসার আয়োজন করে যেন মুসলমানদের উন্নতি হয়; কিন্তু খোদার বিষয়ে তারা এতটা উদাসীন থাকে যে, ভুলেও তাঁর দিকে মনোযোগ দেয় না। এমতাবস্থায় কীভাবে আশা করা সম্ভব যে, তাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে, যেখানে তারা সবাই জগৎ নিয়েই ব্যস্ত? [চেষ্টাপ্রচেষ্টা সব করছে জগতের জন্য আর নাম ব্যবহার করছে মুসলমানদের এবং আল্লাহ্‌র ধর্মের।]

তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! যতক্ষণ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه মস্তিষ্ক ও মননে প্রোথিত না হবে এবং নিজ সত্তার প্রতিটি অণু -পরমাণুতে ইসলামের আলো ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ উন্নতি হবে না।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮-১৫৯)

উন্নতি করতে হলে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه -র মর্ম অনুধাবন করতে হবে, আসল লক্ষ্য বানাতে হবে আল্লাহ্ তা'লাকে (লাভ করা), জগতকে নয়।]

এরপর কলেমা তাইয়্যেবার প্রকৃত মর্ম ও এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে এবং কীভাবে এটিকে উপলব্ধি করে আমাদের এর ওপর আমল করা উচিত তা (তুলে ধরতে গিয়ে) তিনি (আ.) বলেন, আমি একাধিকবার বলেছি, তোমাদের কেবল এতেই খুশি হওয়া উচিত নয় যে, আমরা মুসলমান আখ্যায়িত হই এবং لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه কলেমায় বিশ্বাসী। যারা কুরআন পড়ে তারা খুব ভালোভাবে জানে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল বুলিসর্বস্ব দাবির ফলেই সন্তুষ্ট হন না আর নিছক মুখের কথাতেই কোনো গুণ মানুষের মাঝে সৃষ্টি হতে পারে না, যতক্ষণ ব্যবহারিক অবস্থা ঠিক না হবে। [মুখের কথা তো কিছুই না, আসল জিনিস হলো আমল (বা কর্ম)।] যতক্ষণ ব্যবহারিক অবস্থা ঠিক না হয় ততক্ষণ কোনোই লাভ হয় না। ইহুদিদের ওপরও এমন এক যুগ এসেছিল যখন তাদের মাঝে কেবল মুখের বাগাড়ম্বরই অবশিষ্ট ছিল এবং তারা শুধুমাত্র মুখের কথাকেই যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল। মুখে তো তারা অনেক কিছুই বলতো, কিন্তু মনের ভেতর নানারকম অপবিত্র ধ্যানধারণা ও বিষাক্ত চিন্তাভাবনায় ভরা ছিল। একারণেই আল্লাহ্ তা'লা সেই জাতির ওপর বিভিন্ন রকম শাস্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে নানারকম বিপদাপদে নিপতিত করেন ও লাঞ্ছিত করেন। এমনকি তাদেরকে শূকর ও বানর আখ্যা দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় হলো তারা কি তওরাতে বিশ্বাস করত না? তারা অবশ্যই বিশ্বাস করত আর নবীদেরকেও মানত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কেবল এতটুকু বিষয়কেই পছন্দ করেন নি যে, তারা নিছক মৌখিকভাবেই মান্যকারী হবে আর তাদের হৃদয় মৌখিক স্বীকৃতির সাথে একাত্মতা প্র কাশ করবে না। মুখে মুখে তো ঠিকই বলে, কিন্তু হৃদয় তদনুযায়ী আমল করছে না যা মুখ বলছে। তিনি (আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কেউ যদি মৌখিকভাবে বলে, আমি খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় সত্তা বলে মান্য করি আর মহানবী (সা.)-এর রিসালতের প্রতি ঈমান রাখি, অনুরূপভাবে ঈমানের অন্যান্য বিষয়ও স্বীকার করি, কিন্তু এই স্বীকারোক্তি যদি কেবল মৌখিক দাবি পর্যন্ত ই সীমাবদ্ধ থাকে আর হৃদয় স্বীকৃতি না দেয় তবে তা হবে নিছক বুলিসর্বস্ব দাবি। অন্তর থেকে ধ্বনি উৎসারিত না হওয়া পর্যন্ত মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। এছাড়া মানুষেরহৃদয় ঈমান না আনা পর্যন্ত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আর আমল তথা কর্মের মাধ্যমে সেসব বিষয়াদি প্রকাশ করাই তার ঈমান আনার পরিচয় বহন করবে; নতুবা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু হবে না। আর আমলের অবস্থা কী? তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধান মান্য করা যা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্য সত্যই বলছি যে, প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হয় যখন (মানুষ) সবকিছু পরিত্যাগ করে খোদা তা'লার দিকে মনোযোগী হয় এবং প্রকৃত অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়। শুধু অঙ্গীকার করলেই হবে না, কার্যত ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! মানুষ সৃষ্টিকে প্রতারিত করতে পারে। কাউকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে দেখে অথবা সৎকর্ম করতে দেখে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে। মানুষ (শুধু) আমল দেখতে পায়। কাউকে মসজিদে এসে নফল নামায পড়তে দেখে বলতে পারে যে, লোকটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী; সে মসজিদে আসে,অথবা অন্য কোনো সৎকর্ম করে, যেমন চাঁদা দিচ্ছে (দেখে বলতে পারে,) লোকটি বেশ পুণ্যবান। অর্থাৎ মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে, কিন্তু খোদা তা'লা ধোঁকায় পড়েন না। তাই আমলের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকা উচিত। যেসব আমল করবে সেক্ষেত্রেও নিষ্ঠা থাকা উচিত আর নিষ্ঠা সেটিই যা একান্ত আল্লাহ্ তা'লার জন্য হবে। এটিই সেই বৈশিষ্ট্য যা আমলের মাঝে সক্ষমতা ও নৈপুণ্য সৃষ্টি করে। তিনি (আ.) বলেন, এখন স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা যে কলেমা দৈনিক পাঠ করি তার অর্থ কী? কলেমার অর্থ হলো, মানুষ মৌখিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং অন্তর দিয়ে তার সত্যায়ন করে যে, আমার উপাস্য, প্রেমাস্পদ এবং অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খোদা তা'লা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন,'ইলাহুন' শব্দটি প্রেমাস্পদ এবং প্রকৃত লক্ষ্য ও উপাস্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা থাকবে আর তিনিই সেই উদ্দেশ্য যাকে লাভ করা মানবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে, জাগতিক কোনো কিছু নয়, আর ইবাদত (উপাসনা) কেবল তাঁরই করা হবে; প্রচ্ছন্ন কোনো শিরক্‌ও যেন না থাকে। তিনি (আ.) বলেন, 'ইলাহুন' শব্দটি প্রেমাস্পদ, প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উপাস্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কলেমা কুরআন শরীফের সকল শিক্ষামালার সারাংশ যা মুসলমানদের শেখানো হয়েছে। যেহেতু একটি বিরাট ও বিশাল গ্রন্থ আত্মস্থ করা সহজ কাজ নয়, কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখা তো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, তাই এ কলেমা শেখানো হয়েছে যেন মানুষ সর্বদা ইসলামী শিক্ষার সারাংশকে দৃষ্টিপটে রাখে আর সেই সারাংশ কী? তা হলো, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো উপাস্য নেই। তিনিই আমার চাওয়া। তিনিই আমার অভিষ্ট লক্ষ্য। তিনিই আমার প্রেমাস্পদ। আর সত্যকথা হলো মানুষের মাঝে এই গূঢ়তত্ত্ব সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নাজাত তথা মুক্তি নেই। তাই তো মহানবী (সা.) বলেন, مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃত অন্তঃকরণে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه স্বীকার করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। মানুষ ধোঁকা খায়। এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, সে যদি মনে করে, তোতা পাখির ন্যায় বুলি আওড়ালেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে আর এতে যদি কেবল এতটুকুই বাস্তবতা থাকত তাহলে সকল আমল বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে যেত। নিছক لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه বলেই যদি জান্নাতে প্রবেশ করা যায় তাহলে তো সব আমলের প্রয়োজনীয়তাই শেষ হয়ে যায়। তাহলে পবিত্র কুরআনে যে এত বিধিনিষেধ রয়েছে এসবের প্রয়োজনই বা কী ছিল! তাহলে শরীয়তই নাউযুবিল্লাহ্‌বৃথা সাব্যস্ত হয়। না, বরং এর প্রকৃত অর্থ হলো, এর মাঝে যে মর্ম অন্তর্হিত রাখা হয়েছে তাযেন ব্যবহারিকভাবে মানব হৃদয়ে প্রবেশ করে। এমনটি হলে এমন মানুষ প্র কৃতপক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করে। মানুষ যখন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه -র মর্মকে উপলব্ধি করে তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর তা কেবল মৃত্যুর পরই নয়, বরং ইহজীবনেও সে জান্নাতে বসবাস করে।"

তিনি (আ.)অপর এক বৈঠকে এ বিষয়টি আলোচনা করেন আর অন্য পত্রিকা এটিকে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ লিখেছে। তিনি (আ.) বলেন, নিছক মুখের বুলির সাথে আল্লাহ্ কোনো সম্পর্ক রাখেন না, বরং তিনি হৃদয়ের সাথে সম্পর্ক রাখেন।

এর অর্থ হলো, যারা সত্যিকার অর্থে এই কলেমার মর্মার্থকে নিজেদের হৃদয়ে গেঁথে নেয় এবং খোদা তা'লার মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে যাদের হৃদয়ে স্থান করে নেয় তারা জান্নাতে প্রবেশ করে। কেউ যখন সত্যিকার অর্থে কলেমায় বিশ্বাসী হয় তখন আল্লাহ্ ছাড়া তার আর কোনো প্রেমাস্পদ থাকে না। সত্য অন্তঃকরণে কলেমা পড়ে নিলে আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কোনো প্রেমাস্পদ থাকতেই পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া তার আর কোনো প্রেমাস্পদ থাকে

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

না। এমন কোনো ব্যক্তি হতেই পারে না অগোচরেও যার ইবাদত হবে। আর খোদা তা'লা ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। এমন কোনো জিনিসও থাকে না যার যে অন্বেষী হবে। সে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরই যাচনাকারী হয়ে থাকে। আবদালের যে মর্যাদা এবং গওস ও কুতুব তথা পুণ্যাত্মাদের যে মর্যাদা রয়েছে তা এটিই অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه কালেমায় যেন মন থেকে বিশ্বাস থাকে এবং এর প্রকৃত মর্মে যেন আমল করা হয়।

যাহোক এরপর তিনি এরই ধারাবাহিকতায় বলেন, "একথা সত্য আর সহজেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া যখন মানুষের আর কোনো প্রেমাস্পদ ও লক্ষ্য থাকে না তখন কোনো কষ্ট ও ক্লেশ তাকে ক্লিষ্ট করতেই পারে না। "

অর্থাৎ মানুষ যদি এ বিষয়টি বুঝে যায় যে, আমার দুঃখ-কষ্টও আল্লাহ্‌রই জন্য তাহলে এসব কষ্ট তাকে ক্লিষ্ট করতে পারে না। এসব দুঃখ কষ্ট দেখে সে বিচলিত হয় না। সে জানে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বন্ধুর সাহায্যে অতি দ্রুত এসে উপস্থিত হন এবং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে আত্মিক প্রশান্তিও দান করেন।

তিনি বলেন, এটিই হলো সেই মর্যাদা যা আবদাল ও কুতুবগণ তথা পুণ্যাত্মাগণ লাভ করেন। উদ্দেশ্য যদি জগৎ লাভ না হয়ে খোদার সত্তা প্রাপ্তি হয়ে থাকে তাহলে কোনো দু শ্চিন্তা থাকে না। সাহাবীগণ এই গূঢ় তত্ত্বটি বুঝেছেন। শুধু কুতুব, আবদাল এবং বিশেষ বিশেষ লোকেরাই যে এ মর্যাদা লাভ করেন তা নয়, বরং সাহাবীদের অধিকাংশই এ মর্যাদা লাভ করেছেন। তারা এই গূঢ় তত্ত্বকে বুঝেছেন তাই আল্লাহ্ তা'লা সেসব সাহাবীকে আমাদের জন্য আদর্শ বানিয়ে দিয়েছেন।

এরপর তিনি বলেন, একথা মনে কোরো না যে, আমরা আবার কখন প্রতিমা পূজা করি! এটিকে অনেক বড় মর্যাদা আখ্যা দেয়ার পরও তিনি সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যেও বলে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল একথা বলো না যে, আমরা প্রতিমা পূজা করি না– এটাই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরাও তো আল্লাহ্ তা'লারই ইবাদত করি। একথা বলে দেয়াই যথেষ্ট (এটি মনে করো না)। তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! প্রতিমা পূজা না করাটা অতি নিম্ন পর্যায়ের বিষয়। হিন্দুরা যারা প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত তারাও এখন প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করছে। মাবূদের প্রকৃত মর্ম অর্থাৎ তওহীদের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে তারা জানে না তবুও তারা প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করছে। মাবূ দের অর্থ কেবল মানব পূজা বা প্রতিমা পূজার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় যে, মানুষ অন্য মানুষের বা প্রতিমার পূজা না করলেই হলো। আরো অনেক মাবূ দ বা উপাস্য আছে। এই বাহ্যিক মাবূদ বা উপাস্যই শেষ নয়, আরো উপাস্য রয়েছে। একথাই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, প্রবৃত্তির তাড়না ও কুপ্রবৃত্তিও উপাস্য। রীপুর কামনাবাসনা এবং কুপ্রবৃত্তিও উপাস্য হয়ে যায় যখন এগুলো আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়, যখন এগুলো لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه থেকে বান্দাকে দূরে নিয়ে যেতে থাকে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজা করে অথবা নিজ কামনা বাসনার অনুসরণ করে এবং এর জন্য মত্ত হয়ে যায় সেও মূর্তিপূজারী ও মুশরেক। তিনি (আ.) বলেন, এই 'লা' কেবলমাত্র বাহ্যিক উপাস্যকেই অস্বীকার করে না, বরং সব ধরনের উপাস্যকে অস্বীকার করে। অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه -র মাঝে যা বলা হয়েছে তাতে কেবল বাহ্যিক উপাস্যকেই বুঝানো হয় নি, একটি পার্থিব বস্তুর উপাসনাকেই অস্বীকার করা হয় নি, বরং যেকোনো জিনিস, যা আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে দাঁড় করানো হয় তা এই বিষয়ের ঘোষণা প্রদান করছে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লায় বিশ্বাসী নয়।

অতএব তিনি (আ.) বলেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه -র মাধ্যমে একথা বুঝতে হবে যে, এটি সব ধরনের উপাস্যের অস্বীকার করে। তা প্রবৃত্তিগত হোক বা জাগতিক, অভ্যন্তরীণ বা বস্তুগত হোক অথবা বাহ্যিক ও পার্থিব বিষয়াদি হোক, তা মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রতিমা হোক বা বাহ্যিক প্রতিমা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক উপায় উপকরণের ওপরই নির্ভর করে, তো এটিও এক প্রকারের প্রতিমা হয়ে থাকে। এই প্রকারের প্রতিমাপূজা যক্ষ্মার ন্যায় হয়ে থাকে।"

যক্ষ্মারোগের ন্যায় হয়ে থাকে যা ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ করে দেয়। বাহ্যিক প্র তিমা তো নিমিষেই চেনা যায় এবং তা হতে পরিত্রাণ লাভ করাও সহজ হয়ে থাকে। আর আমি দেখছি যে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এসব প্রতিমা হতে মুক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই দেশ যা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এখানকার সব মুসলমান কি এদেরই মধ্য থেকে হয় নি? অর্থাৎ যারা মুসলমান হয়েছে তারাও তো একসময় প্রতিমাপূজারী ছিল, কিন্তু (পরবর্তীতে) এরাই মুসলমান হয়েছে। এরপর তারা প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করেছে নাকি করেনি? আর যেভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং হিন্দুদের মধ্য হতেও এমন অনেক ফির্কা বের হয় যারা এখন আর প্রতিমাপূজা করে না।

কিন্তু প্রতিমা পূজার অর্থ এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। একথা সত্য যে, মানুষ বাহ্যিক প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু এখনও মানুষ সহস্র প্রতিমা বগলদাবা করে চলছে। আর যাদেরকে দার্শনিক ও যুক্তিবাদী বলা হয়ে থাকে তারাও সেগুলোকে মন থেকে দূর করতে পারে না। তারা দার্শনিক ও যুক্তিবাদী আখ্যায়িত হয়, অনেক দার্শনিক কথা-বার্তা বলে, অনেক যুক্তি উপস্থাপন করে, কিন্তু তাদের হৃদয়েও প্রতিমা রয়েছে, নিজেদের জ্ঞানের বড়াই রয়েছে। সেগুলোকেই তারা প্রতিমা বানিয়ে রেখেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সেগুলোই তাদের প্রতিমা হয়ে আছে।

সেগুলোকে তারা (মন থেকে) বের করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতীত এসব কীট ভেতর থেকে বের হতে পারে না। এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম কীট আর সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও ক্ষতি এদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যারা প্রবৃত্তির তাড়নার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার ক্ষুণ্ন করে ও সীমালঙ্ঘন করে আর এভাবে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকারও হরণ করে। এরা এমন নয় যে, পড়াশোনা জানে না; বরং এদের মধ্যে হাজারো মৌলভী ফাযেল ও আলেম পাবে এবং অনেক এমন আছে যাদেরকে ফকীহ্ ও সূফী হিসেবে গণ্য করা হয়, কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও দেখা যাবে তারাও এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত। বান্দার অধিকার যদি প্রদান না করা হয় তা -ও لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه -র অর্থ ভুলে যাওয়ারই নামান্তর। এসব প্রতিমাকে পরিত্যাগ করাই তো বীরত্ব। বিশেষ বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে তুমি ধারণা করবে যে, এরা অনেক পুণ্যবান ব্যক্তি; কিন্তু না, প্রতিমা তাদের অন্তরেও রয়েছে।

এসব প্রতিমাকে পরিত্যাগ করাই বীরত্ব। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করা এবং পরিপূর্ণরূপে বান্দাদের অধিকার আদায় করার মাধ্যমেই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه - র প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় আর এটিই বীরত্ব আর সেগুলো চিহ্নিত করার মাঝেই পরম প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা নিহিত।

তিনি (আ.) বলেন, এই প্রতিমার দরুনই পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং অসংখ্য হানাহানির ঘটনা ঘটে। এক ভাই অপর ভাইয়ের অধিকার হরণ করে আর এভাবে অসংখ্য মন্দকর্ম এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। প্রত্যহ, প্রতি মুহূর্তে হয় এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি এমনভাবে ভরসা করা হয় যে, খোদা তা'লাকে নিছক একটি অকেজো অঙ্গ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। খুব অল্পসংখ্যক লোকই আছে যারা একত্ববাদের প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে। যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় তবে তৎক্ষণাত বলে বসে যে, আমরা কি মুসলমান নই, আমরা কি কলেমা পড়ি না? কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, তারা কেবল এটুকুই ধারণা করে নিয়েছে যে, মুখে কলেমা পাঠ করলাম আর এটিই যথেষ্ট। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি যে, যদি মানুষ কলেমা তাইয়্যেবার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় এবং ব্যবহারিকভাবে এর ওপর আমলকারী হয়ে যায় তবে সেঅনেক বড় উন্নতি করতে পারে। আর খোদার মহাবিস্ময়কর শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

একথা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো যে, আমি যে অবস্থানে দণ্ডায়মান হয়েছি, একজন সাধারণ বক্তা হিসেবে দণ্ডায়মান হই নি আর কোনো গল্প শোনানোর জন্য দাঁড়াইনি, বরং আমি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে বার্তা দিয়েছেন তা আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। কেউ শুনলো কি শুনলো না আর মানল কি মানল না– সে সম্পর্কে আমার কোনো পরোয়া নেই। এর উত্তর স্বয়ং তোমরা দেবে। আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি জানি, আমার জামা'তভুক্ত এমন অনেকেই আছে যারা তওহীদের তথা একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেয় ঠিকই কিন্তু আমি পরিতাপের সাথে বলছি যে, তারা তা মানে না।

যে-ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের অধিকার খর্ব করে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে অথবা অন্যান্য পাপ থেকে বিরত হয় না, আমি বিশ্বাস করি না যে, সে তওহীদের মান্যকারী। কেননা এটি এমন এক নেয়ামত, যা লাভ করতেই মানুষের মাঝে এক অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। "

তওহীদে বিশ্বাসীদের মাঝে তো এক পরিবর্তন হওয়া উচিত। "তার মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং কৃত্রিমতা প্রভৃতির প্রতিমা থাকে না আর সে খোদার নিকটবর্তী হয়ে থাকে।

এ পরিবর্তন তখনই আসে, আর তখনই মানুষ সত্যিকার একত্ববাদী হয় যখন এসব অভ্যন্তরীণ অহংকার, আত্মশ্লাঘা, কৃত্রিমতা, হিংসা, শত্রুতা, বিদ্বেষ, কার্পণ্য, কপটতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ প্রভৃতির প্রতিমা দূর হবে। যতদিন এসব প্রতিমা অভ্যন্তরে থাকবে ততদিন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه বলার ক্ষেত্রে মানুষ কীভাবে সত্যবাদী সাব্যস্ত হতে পারে?

অতএব এই রমজানে আমাদের প্রত্যেকের এসব প্রতিমা থেকে নিজেদের পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত, যেন لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه -র প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সক্ষম হই এবং এর ওপর ঈমান আনয়নকারী হই। তিনি (আ.) বলেন, কেননা এতে তো (আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে) অন্যান্য জিনিসের ওপর ভরসা করার অস্বীকৃতি রয়েছে। অতএব একথা নিশ্চিত যে, কেবল মৌখিকভাবে বলা যে, আল্লাহ্‌কে এক ও অদ্বিতীয় মানি- এটি কোনো উপকার করতে পারে না। একদিকে কালেমা পড়ে আর অপর দিকে কোনো কথা যদি নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরোধী হয় তাহলে রাগ এবং ক্রোধকে খোদা বানিয়ে বসে। আমি বার বার বলি, এ বিষয়টি সদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এসব গুপ্ত প্রভু বিদ্যমান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মোটেই এই আশা কোরো না যে, তোমরা সেই মর্যাদা লাভ করতে পারবে যা একজন সত্যিকার একত্ববাদী লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে ইঁদুর আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি ভেবো না যে, তোমরা প্লেগ থেকে সুরক্ষিত। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত এসব ইঁদুর হৃদয়ে আছে অর্থাৎ পাপের ইঁদুর, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান শঙ্কায় রয়েছে। আমি যাকিছু বলছি তা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য পদক্ষেপ নাও। তিনি (আ.) বলেন, অতএব কলেমার বিষয়ে আমার বক্তব্যের সারাংশ হলো, 'আল্লাহ্ তা'লাই যেন তোমাদের উপাস্য, প্রেমাস্পদ এবং উদ্দেশ্য হন আর এই মর্যাদা তখনই লাভ হবে যখন সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ পাপ থেকে তোমরা পবিত্র হবে এবং তোমাদের হৃদয়ের সেসব প্রতিমাকে ছুঁড়ে ফেলবে। "

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১০১-১০৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামর্থ্য দিন, রমজানের এই বাকি দিনগুলোতে আমরা যেনবিশেষভাবে চেষ্টা ও দোয়ার দ্বারা নিজেদের অভ্যন্তরের সকল পাপ দূর করতে পারি।

সকল প্রকার গুপ্ত থেকে গুপ্ত শিরক থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। সকল প্রকার প্রতিমা যেন দূর করতে পারি। কেবল আল্লাহ্ তা'লাই যেন আমাদের উপাস্য, উদ্দেশ্য এবং প্রেমাস্পদ হয়ে যান। কলেমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه এর প্রকৃত রহস্য যেন আমরা বুঝতে পারি এবং আমরা যখন مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه- র স্বীকারোক্তি দিই তখন ব্যবহারিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমাদের সম্মুখে যেন সেই অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শ থাকে যা মহানবী (সা.) আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতীত সম্ভব নয়। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আমাদের এক ব্যবহারিক জিহাদ এবং আধ্যাত্মিক জিহাদ করতে হবে।

রমজানের শেষ দশকে আমরা 'লায়লাতুল কদর' বিষয়ে আলোচনা করে থাকি। লায়লাতুল কদর প্রকৃতপক্ষে তখন লাভ হয় যখন আমরা নিজেদের সবকিছু, নিজেদের সকল কথা ও কাজ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাব এবং তদনুযায়ী আমল করব আর এরপর সেগুলোকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেব এবং এটিই সেই প্রকৃত চিহ্ন যেটি লায়লাতুল কদর লাভের চিহ্ন।

আমরা আলো দেখেছি, আমরা অমুক জিনিস দেখেছি, আমাদের এমন অনুভূত হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে, সুগন্ধ পাওয়া গেছে, অমুক জিনিস দেখা গেছে- এগুলো তো সাময়িক বিষয়। আসল বিষয় হলো, আমাদের হৃদয়ে কীরূপ বিপ্লব সাধিত হয়েছে। কতিপয় জামা'ত আমার এ কথার ওপর ভিত্তি করে দোয়ার বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে যে, যদি আমরা নিষ্ঠার সাথে তিন দিন অনবরত দোয়া করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ প্র কাশিত হতে পারে। যদি এই তিন দিন বিশেষভাবে এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে যে, উক্ত তিন দিন আমরা দোয়ায় অতিবাহিত করব এরপর আবার নিজ নিজ পূর্বের অভ্যাসে ফিরে যাব আর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه এর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভুলে যাব তাহলে আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে সম্মক অবগত। তিনি আমাদের নিয়্যতও জানেন। তঁ ার কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই এবং এগুলো করাতে কোনো লাভ হবে না।

অতএব আমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই দিনগুলো দোয়ায় অতিবাহিত করতে চাই তাহলে এই অঙ্গীকারের সাথে অতিবাহিত করতে হবে যে, এখন এই দিনগুলো আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত হবে, তাহলে বিরোধীরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছে তা দূরীভূত করার জন্য খোদা তা'লা স্বীয় বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন প্রকাশ করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আমরা যখন খোদার হয়ে যাব, তখন তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের অভিভাবক হয়ে যাবেন। যাহোক, আমি তো এটিও বলেছিলাম যে, জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি বিনাব্যতিক্রমে নিজের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলে এই বিপ্লব সাধিত হবে।

অতএব এটিও স্মরণ রাখুন যে, এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি না-ও হয় তবুও যারা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তিনদিন পর এটি মনে করবেন না যে, নাঊযুবিল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শ্রবণ করেননি অথবা কোনো বিপ্লব সাধিত হয়নি। এটি তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার যে, তাঁকে এবং তাঁর জামা'তকে আগে হোক বা পরে- সেই সমস্ত বিজয় দান করবেন। হ্যাঁ, যদি আমরা আমাদের অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করি এবং لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه -র প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে কেবল খোদা তা'লার সত্তাকেই আমাদের উপাস্য, উদ্দেশ্য এবং প্রেমাস্পদ বানাই আর দুনিয়ার চেয়ে বেশি খোদাপ্রেম এবং খোদা লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই বিপ্লব দ্রুত সাধিত হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষী, তাঁর প্রতিশ্রুতি শর্তযুক্তও হয়ে থাকে। অতএবআমাদেরকে স্থায়ীভাবে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন সাধনের অঙ্গীকার করতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, রমজানের শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশক। (আল জামিউ লি শুবিল ঈমান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২৩-২২৪)

আর যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কলেমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه আন্তরিকতার সাথে পড়ে জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম হয়ে যায়।সুতরাং এ-সমস্ত কথা আমাদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করে যে, মানুষের আমলই মুখ্য আর স্থায়ী আমল হওয়া আবশ্যক।

যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন যা আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه বলার পাশাপাশি আমল করাও বিশেষভাবে আবশ্যক।

অতএব এই শেষ দশক থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভ এবং প্রকৃত অর্থেই লায়লাতুল কদর অর্জনের জন্য আমাদের لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه। কলেমাকে নিজেদের মন-মস্তিষ্কের প্রতিধ্বনি বানাতে হবে এবং নিজেদের প্রতিটি কাজে ও কর্মে তা মেনে চলতে হবে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তদনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালিত করার সামর্থ্য দিন।

এই দিনগুলোতে বিশ্বের সামগ্রিক শান্তি ও স্থায়ীত্বের জন্যও দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা মানবতার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। (আমীন)

১০ পাতার পর.....

হুযূর আনোয়ার (আই.) এর উত্তরে বলেন, উত্তর: শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আপনারা এই লক্ষ্য নির্ধারণ করুন যে, পাঁচ বছরে আপনারা কমপক্ষে এক লক্ষ বয়আত করাবেন। আর প্রত্যেক আহমদীকে বাজামা'ত নামাযী বানাবেন। প্রত্যেক আহমদীকে নিয়মিত কুরআন পাঠকারী বানাবেন। প্রত্যেক আহমদীকে খিলাফতের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী বানাবেন। প্রত্যেক আহমদীকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠকারী বানাবেন, ঠিক আছে? অতএব এই কাজগুলো করলেই আপনারা অনেক কাজ করে ফেলবেন।

প্রশ্ন: ৩১শে অক্টোবর, ২০২০ সালের একই মোলাকাতে একজন শিক্ষার্থী হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, হুযূর আপনি যখন শিক্ষার্থী ছিলেন তখন আপনি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আপনি কোন দোয়াগুলো পড়তেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, উত্তর: কোনো বিশেষ দোয়া করতাম না। আমি সিজদায় পতিত হতাম আর আল্লাহ্ তা'লাকে বলতাম, সমস্যার সমাধান করে দাও। শুধু নামায এবং সিজদা। যে দোয়াই করতে চান তা নামাযের সিজদায় মাতৃভাষায় করুন। মানুষ যখন নিজের ভাষায় দোয়া করে তাতে বেশি ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়। এজন্য অন্যান্য যে দোয়া আছে তাও করতে উচিত, ঠিক আছে। দরূদ শরীফও পাঠ করা উচিত, এস্তেগফারও করা উচিত। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতাও পড়া উচিত। এস্তেগফার করার সময় নিজের পাপের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম রীতি হল, নামাযের সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করো। নফল পড়ো, নফল, সুন্নত এবং ফরয (নামাযে) আল্লাহ্ তা'লার সমীপে কেঁদে কেঁদে সিজদায় নিজের ভাষায় দোয়া করো। মাতৃভাষায় দোয়া করা হলে তাতে অনেক বেশি ভাবাবেগ সৃষ্টি হয় আর এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

আরবদের সঙ্গে সাক্ষাতানুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর ভাষণ

খেলাফতের ১০৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রথমে সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এটিও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি নিদর্শন যা আমরা প্রতি বছর খেলাফতের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনরূপে প্রত্যক্ষ করি আর বিগত একটি শতাব্দী একথার জ্বলন্ত সাক্ষী। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকায় দু'প্রকার কুদরতের উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হল, খেলাফত।

দ্বিতীয় কুদরতের বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) 'আল ওসীয়্যত' পুস্তিকায় হযরত আবু বাকার সিদ্দিক (রা.) -এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু এবং তিরোধানের পর চরম অস্থিরতা বিরাজ করছিল, চতুর্দিকে উৎকণ্ঠা ছেয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বাকার সিদ্দিক (রা.) কে দণ্ডায়মান করেন এবং তিনি পুনরায় ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করেন।

আর আয়াতে ইসতেখলাফের বরাতে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করেছেন যাতে সবাই বুঝতে পারে যে, একমাত্র খিলাফতই শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। এরপর এই সান্ত্বনাও দিয়েছেন, আমার যাওয়ার পর দ্বিতীয় কুদরতের দৃশ্য তোমরা প্রত্যক্ষ করবে আর এই দ্বিতীয় কুদরত চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে। এসব কথা থেকে কি বোঝা যায়? এটি সুস্পষ্ট যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর বরাত দিয়ে এবং আয়াতে ইস্তেখলাফ উদ্ধৃত করে, দ্বিতীয় কুদরত চিরস্থায়ী হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে তাঁর পর তাঁর খিলাফতের ধারা বজায় থাকার সুসংবাদ আমাদের দিয়েছেন। কোন মুজাদ্দিদ এর কথা নয় বরং তিনি বলেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর যিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হবেন এবং ধর্মের সংস্কার করবেন তিনি খলীফা হবেন। আমার পর কে প্রতিনিধি আসবেন আর তোমরা তাঁর হাতে বয়আত করবে।

তিনি বলেছেন, আমার পরে তিনি আমার নামে তোমাদের বয়আত নিবেন। তিনি কোন আঞ্জুমানকে বয়আত নেওয়ার অধিকার দেন নি। এ প্রসঙ্গে একটি বাস্তব ঘটনা ও একটি শিক্ষণীয় ঘটনাও আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। রাবোয়াতে একজন গয়ের মোবাঈন (যিনি দ্বিতীয় খলীফার হাতে বয়আত করেননি) যারা খিলাফত হতে পৃথক হয়ে দ্বিতীয় খেলাফতের শুরুতেই লাহোর চলে গিয়েছিল তাদেরই বংশধরদের একজন তৃতীয় খলীফার যুগে রাবোয়া আসেন এবং (জামাতের) উন্নতি ও শৃঙ্খলা দেখে খুবই অবাক হয়ে বলেন,সত্যিই এসব বিষয় আমাদের মাঝে নেই।

এরপর রাবোয়া হতে চতুর্থ খলীফার হিজরতের পর ঘটনাকমে তার আবার রাবওয়া আসার সুযোগ ঘটে। সেই একই ব্যবস্থাপনা ছিল, আঞ্জুমান ছিল আর কাজও আগের লোকেরাই করছিল, কিন্তু সে (ব্যক্তি) একটি দেখে বলতে আরম্ভ করে, এখন আমি বুঝতে পারছি, আঞ্জুমানের নেতৃত্বে ব্যবস্থাপনা সেভাবে চলছে না যেমনটি যুগ খলীফার নেতৃত্বে এখানে চলছিল। যাইহোক, যুগ খলীফার কোনও স্থানে স্বশরীরে উপস্থিত থাকার একটি বিশেষ কার্যকরীতা যে রয়েছে যা অন্যরাও অনুভব করেন।

এছাড়া মুজাদ্দিদের যতটুকু প্রশ্ন তা তো আমি বলেই দিয়েছি, যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সুস্পষ্ট বলেছেন তাতে এটি পুরোপুরি বাতিল সাব্যস্ত হয়। এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে একথাও বলেছেন,'আমি শেষ সহশ্রাব্দের মুজাদ্দিদ।

অতএব, তাঁর অনুসরণে আহমদীয়া খেলাফতই ধর্ম-সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে আর আল্লাহ্‌র কৃপায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মুজাদ্দিদ এসেছেন এবং একই সময়ে একাধিক মুজাদ্দিদও এসেছেন বলে ইতিহাস আমাদের অবহিত করে। তাদের যুগ ছিল সীমিত, যখন তিরোধন করেছেন তখন তাদের অনুসারীদের মাঝে পুনরায় বিকৃতি দেখা দিয়েছে। সীমিত স্থানের জন্য ছিলেন, যে অঞ্চলে ধর্ম সংস্কারের কাজ করতেন , সেই গন্ডিতেই থাকতেন, সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবেন। আর ধর্ম সংস্কারের দিক থেকেও তাদের কাজ সীমিত ছিল, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ নোংরামী ও দুর্বলতা যা মুসলমানদের মাঝে দেখা দিয়েছিল সেই এলাকায় তিনি তাদের সংশোধন করতেন।

অনেকে এমন ছিলেন, যারা ধর্ম-সংস্কারের কাজ করেছেন কিন্তু স্বয়ং নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করেন নি বরং অন্যরা তাকে মুজাদ্দিদ আখ্যা দিয়েছেন বা পরে তাদের সম্পর্কে বলেছেন, উনি মুজাদ্দিদ ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে খোদা তা'লা আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা হলো, তাঁর ও আমাদের মনিব ও অনুসরনীয় নেতা খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর আনুগত্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ. কে খাতামুল খোলাফা, খাতামুল আওলিয়া এবং শেষ সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

যেভাবে মহানবী (সা.) গোটা বিশ্বের জন্য, সকল যুগের জন্য, প্রত্যেক জায়গার জন্য, সকল প্রকার নোংরামী দূরীভূত করার জন্য, পৃথিবী হতে নৈরাজ্য দূর করার জন্য এসেছিলেন, তদ্রূপে এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আনুগত্যে এসব নোংরামী দূরীভূত করার জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল যুগের জন্য এবং গোটা বিশ্বের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে আবির্ভুত করেছেন। কাজেই, হযরত মসীহ(আ.) কে কোনভাবেই সাধারণ মুজাদ্দিদদের গণ্ডিভুক্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্থান, কাল ও তাঁর ধর্ম সংস্কারের কাজ সকল স্থান-কাল এবং সর্বপ্রকার নোংরামী ও বি'দাত দূরা পর্যন্ত তাঁর যুগ বিস্তৃত।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত খেলাফতের ধারা যা গোটা বিশ্বে তাঁর কাজ চলমান রাখবে তা বজায় থাকার সুসংবাদদ আমাদের প্রদান করেছেন। আর এই সুসংবাদ মূলত মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীসের বরাইতে দিয়েছেন, যাতে তিনি (সা.) নবুয়তের পর খিলাফতে রাশেদার ধারা সূচিত হওয়ার পর উৎপীড়নমূলক ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা আরম্ভ হওয়ার এবং অন্ধকার যুগ আসার চিত্র অঙ্গন করে পুনরায় নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর তা কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার কথা।

অতএব,হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খেলাফত চিরস্থায়ী হওয়ার যে সুসংবাদ প্রদান করেছেন তা শুধু নিজের কথা নয় বরং মহানবী (সা.)-এর মুখ হতে এই সুসংবাদ আমাদে কাছে এসেছে। আর আজ খোদা তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্যও একথার সত্যায়ন করে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে সমর্থনপুষ্ট।

বিশ্বে কুরআন অনুবাদের কাজ, পৃথিবীময় ইসলাম প্রচারের কাজ এবং প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ সত্যিকার ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়া এবং কোটি কোটি মানুষের পরিপূর্ণ আনুগত্যের জোয়াল বয়আতের পর নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়া, এটি কোনও মানুষের চেষ্টার ফসল হতে পারে কি? এখন আপনারা যারা এম.টি.এ-র অনুষ্ঠান দেখছেন এবং বিশ্বের সর্বত্র একই সময় যুগ খলীফার বিভিন্ন খুতবা শোনা যায়,অনুষ্ঠান দেখা যায় এটি আহমদীয়া জামাতের সামর্থের নিরিখে কোনও বস্তুবাদী মানুষ চিন্তাও করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষের এই একটি দলীল-ই কি যথেষ্ট নয়? জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও আজ বস্তুবাদী অনেক মানুষ আছে যাদের ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই ঠিকই কিন্তু অনেক সময় দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন আমি ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষামালা তুলে ধরার সুযোগ পাই এবং বিশ্ববাসীকে একথা বলার সুযোগ ঘটে, তোমরা যদি নিজেদের মুক্তি চাও তাহলে এসব নীতি অবলম্বন কর। সুবিচার প্রতিষ্ঠা করো, এবং দ্বৈত নীতি পরিহার করো তবেই তোমরা শান্তি অর্জন করতে পারবে। এমনটি হলে পরেই তোমরা নিজেদের জীবনকে সুনিশ্চি করতে পারবে, আর এই জগতেও যদি তোমরা মুক্তি পেতে বা নিরাপত্তা লাভ করতে চাও তাহলে তোমরা তা লাভ করতে পারবে।

আমি পূর্বেও 'এম.টি.এ-র কথা বলেছি, এ প্রসঙ্গে আরো বলে দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের 'এম.টি.এ'-র যে নিয়ামত দান করেছেন, যেমনটি আমি বলেছি, বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশে এর ব্যবস্থা বিদ্যমান। এটি এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা এবং দ্বীপপুঞ্জে বসবাসকারীদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং তারা সবাই একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। মোটকথা এর কারণে আহমদীয়া জামাতের মাঝে এক ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। এবং এসব কিছু কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা এর একটি মাধ্যম নির্ণয় করেছেন। কিন্তু খেলাফতের আনুগত্য এবং খেলাফতের প্রতি ভালবাসা এবং খেলাফতের (সঙ্গে সম্পৃক্ততার) পুরস্কারের গুরুত্ব অনুধাবনের ফলে মানুষের মধ্যে , সকল আহমদীর ভেতর এই চেতনা জাগ্রত হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে এর তুলনায় উত্তম ঐক্য ও সংস্কারের দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আহমদীরা এক খলীফার ইশারায় ওঠা-বসা করে।

আল্লাহ্‌র কাছে আমি দোয়া করি, এই বাণী এবং এর কার্যকরীতা অনুধাবন করার, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে মহানবী (সা.) এর পতাকা বিশ্বময় উড্ডীন করার এবং এক খোদার রাজত্ব ধরাধামে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা সবাই যেন নিজ নিজ ভূমিকা পালন করি আর উম্মতে মুসলেমাও যেন এই গুরু দায়িত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

বিশেষভাবে আরব বিশ্বের দায়িত্ব হচ্ছে, তারা যেন মহানবী (সা.)-এর এই সর্বশেষ বাণীটি অনুধাবন করে। যাতে তিনি আরব-অনারব,

শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের মাঝ থেকে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন।

অতএব, এখন মহানবী (সা.) এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের দাসত্ব৷ এবং খেলাফতের আনুগত্যই আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকর্ষণের একমাত্র উপায়, এছাড়া অন্য আর কোন পথ নেই। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এটি বোঝার তৌফিক দিন, এ বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের তৌফিক দিন এবং বাণীটি নিজ গন্ডিতে প্রচারের তৌফিক দিন। যাতে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই মিশনটি পূর্ণ করতে সক্ষম হই, যে দয়িত্ব আল্লাহ তাঁর প্রতি এই ইলহামী বাক্যে অর্পন করেছিলন। অর্থাৎ, 'এ পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মুসলমানকে এক ধমের পতাকাতলে সমবেত করো।

কাজেই আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি লাভের জন্য যেভাবে আরববাসীরা ইসলামের প্রথম যুগে নিজেদের ভূমিকা পালন করেছিল এখন ইসলামের সত্যিকার চিত্র বিশ্ববাসীকে দেখানোর জন্য ইসলামের পুনর্জাগরণের সময়ও আপনারা নিজেদের ভূমিকা পালন করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

অতএব, আজ বিশ্বের সকল দেশে বসবাসরত আরব আহমদীরা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করুন, আপনাদেরকে এই দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় অধিক গুরুত্বের সঙ্গে পালন করতে হবে। আল্লাহ্‌র কৃপায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আর আমি স্বয়ং এর সাক্ষী, আরব বিশ্ব আহমদীয়া খিলাফতের সঙ্গে, বিশেষ করে আরব বিশ্বের সেই সব আহমদী যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছেন তারা আহমদীয়া খেলাফতের সঙ্গে পরম বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা ও আনুগত্যের সম্পর্ক রক্ষা করেন।

অতএব, এই নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সম্পর্ককে উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করুন যাতে আমরা অচিরেই, যতদ্রুত সম্ভব মহানবী (সা.)-এর পতাকা বিশ্বময় উড্ডীন করে জগতময় ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নেই। তিনি নিজ সমস্ত সৃষ্টির প্রত্যেক ক্ষতি হতে আমাদের রক্ষা করুন। আমিন।

(খুতবা জুমা ১১ ই আগষ্ট ২০০৬)

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহে রব্বিল আলামিন।

২ পাতার পর...

বর্তমান অবস্থায় একে হারাম বা অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন।

প্রশ্ন: হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে একজন মহিলা লিখেছেন, যখন আমরা বলি যে, কারো নজর লেগে গেছে অথবা নিপীড়িতের বদ্ দোয়ার ফলে কোনো প্রকার সমস্যা বা কষ্ট দেখা দিয়েছে তাহলে এই ভাবনা কি শির্ক এর গণ্ডিভুক্ত হবে?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৭ই মার্চ, ২০১৮ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: নজর লাগা বা নিপীড়িতের বদ্ দোয়ার প্রভাব পড়ার সাথে শির্ক-এর কোনো সম্পর্ক নেই, কেননা উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল খোদা তা'লার সত্তার ওপর নির্ভর করে, নযর প্রদানকারী বা মযলুম নিজে কিছুই করে না। নজর প্রদানকারীর পক্ষ থেকে তো একটি অনিচ্ছাকৃত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাত্র অথবা মযলুম বা নিপীড়িতের বেদনার কারণে তার ভেতর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বের হয়, যা খোদা তা'লা গ্রহণ করে পরিণাম নির্ধারণ করেন। তাই উপরোক্ত উভয়ক্ষেত্রের সাথে শির্ক-এর কোনো সম্পর্ক নেই। বিশেষভাবে যখন দু'টি বিষয়ই মহানবী (সা.)-এর হাদীসের আলোকে স্বীকৃত। হাদীসে এসেছে,

মহানবী (সা.) উপদেশ দিয়েছেন,

اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

অর্থাৎ, নিপীড়িতের বদ্ দোয়াকে ভয় করো এই জন্য যে, তার বদ্ দোয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার মাঝে কোনো অন্তরায় থাকে না (সহীহ্ বুখারী)। একইভাবে মহানবী (সা.) বলেছেন,

الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ

অর্থাৎ, মহানবী (সা.) বলেছেন, "নজর লাগার বিষয়টি সঠিক, একইভাবে মহানবী (সা.) শরীরে উল্কি আঁকতে বারণ করেছেন" (সহীহ্ বুখারী)।

প্রশ্ন: হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এক বন্ধু জানতে চেয়েছেন, একজন আহমদী মুসলমান নারীর জন্য নিজের পদযুগল'কে পর্দার বাইরে রাখা বৈধ কী?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৩রা মে, ২০১৮ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

উত্তর: পবিত্র কুরআন যেখানে পর্দার বিধান বর্ণনা করেছে সেখানে প্রথমে মু'মিন পুরুষদের এই নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে। এরপর মু'মিন মহিলাদের জন্য পর্দার বিধি-বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে তাদেরকেও প্রথম যে নির্দেশ প্রদান করেছে তাহল, মু'মিন নারীরাও যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে। এরপর তাদেরকে বলেছে, তারা যেন তাদের ঘাড়ের বা গ্রীবাদেশের ওপর থেকে নিজেদের ওড়না ঝুলিয়ে রাখে আর নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। আর নিজেদের পা এমনভাবে মাটিতে না ফেলে যাতে তাদের নগ্নতা প্রকাশ পায়, যা মহিলারা সাধারণত তাদের সৌন্দর্য হতে লুকিয়ে থাকে।

পা মাটিতে ফেলার একটি অর্থ এটিও যে, পায়ে যদি কোনো অলংকার (পায়েল বা নুপুর ইত্যাদি) পরিধান করে থাকে তাহলে তার শব্দে মানুষজনের মনোযোগ সেই মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং পরপুরুষদের দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ হতে পারে, যা পর্দার আদেশের পরিপন্থী।

অনুরূপভাবে পায়ে যদি মেহেন্দী বা নেইলপলিশ ইত্যাদি লাগিয়ে তার শোভা বর্ধন করা হয় তাহলে এমন পা পরপুরুষদের আকর্ষণের কারণ হতে পারে। যার পরিণাম হবে, পরপুরুষদের দৃষ্টি এমন মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, যা মূলত পর্দার আদেশ পরিপন্থী। কিন্তু পায়ের যদি কোনো প্রকার শোভা বর্ধন না করা হয় তাহলে এমন পা দেখে যেহেতু কোনো প্রকার আকর্ষণ জন্মে না আর না-ই বেপর্দার প্রশ্ন উঠে। তাই এমন পদযুগলকে যদি পর্দার গণ্ডিভুক্ত না করা হয় তাহলে এতে সমস্যার কিছু নেই।

হাদীসেও পর্দা সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশনা পাওয়া যায়। একটি হাদীসে মহানবী (সা.) মহিলার চেহারা এবং হাত ছাড়া তার দেহের অবশিষ্ট অংশকে পর্দাবৃত করার নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, যদি মহিলার কাছে পেটিকোট না থাকে এমতাবস্থায় সে কেবলমাত্র জামা ও ওড়না পরে নামায পড়তে পারবে কী? এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, শর্ত হল তার জামা যেন এতটা লম্বা হয় যে, তা তার পায়ের গোড়ালিকেও ঢেকে রাখে। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, উহুদের যুদ্ধের সময় হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত উম্মে সুলায়েম (রা.) নিজেদের (তহবন্দ) পেটিকোট উপরে তুলে পানির কলসি ভরে ভরে নিয়ে আসছিলেন এবং পুরুষদের পানি পান করাচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এমতাবস্থায় তাদের পায়ের নুপুর দেখা যাচ্ছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পর্দা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "বিশ্বাসী নারীদের বলে দাও, তারাও যেন নিজেদের চোখকে নামাহরাম পুরুষদের দেখা হতে বিরত রাখে আর নিজেদের কানকেও নামাহরাম থেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ তাদের কামনা-বাসনার বা আবেদনময়ী কণ্ঠস্বর না শোনে আর নিজেদের সতর বা দেহকে পর্দাবৃত রাখে এবং নিজেদের সৌন্দর্যের অঙ্গাবলীকে কোনো পর-পুরুষের সামনে প্রদর্শন না করে আর নিজেদের ওড়নাকে এমনভাবে মাথার ওপরে রাখে তা যেন কাঁধ থেকে পুরো মাথাকে আবৃত করে রাখে। অর্থাৎ বক্ষ, উভয় কান, মাথা এবং কানপট্টি তথা সবকিছু যেন ওড়না দ্বারা আবৃত থাকে আর নৃতশিল্পীদের মতো নিজেদের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত না করে"।

(ইসলামী নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১-৩৪২)

পর্দার শরীয়ত বা বিধান সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেন, "পর্দার শরীয়ত বা বিধান হল, ওড়নাকে বৃত্তের মতো করে নিজের মাথার চুল, কপাল ও চিবুকের একটি অংশকে পুরোপুরি ঢেকে রাখবে এবং সৌন্দর্যের সকল স্থানকে আবৃত করে রাখবে। অর্থাৎ মুখমণ্ডলের চতুর্দিক এমনভাবে ওড়না দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হবে (এখানে মানুষের মুখমণ্ডলের ছবি দিয়ে যেসব স্থান পর্দাবৃত্ত করা আবশ্যক নয় সেগুলো উন্মুক্ত রেখে অবশিষ্ট অংশকে পর্দাবৃত করে দেখানো হয়েছে) এ ধরনের পর্দা ইংল্যাণ্ডের মহিলারা সহজেই সহ্য করতে পারে আর এভাবে (পর্দা করে) ভ্রমন করায় কোনো প্রকার সমস্যা নেই, কেননা চোখ উন্মুক্ত থাকে।"

(রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, চতুর্থ খণ্ড, নাম্বার -১, পৃ: ১৭, জানুয়ারি, ১৯০৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) গায্যে বসর বা দৃষ্টি অবনত রাখার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "এর উদ্দেশ্যে হল নারী ও পুরুষের দৃষ্টিকে পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়া থেকে রক্ষা করা। নতুবা যে মহিলাই বাইরে বের হবে তার পা, তার চলাফেরা, তার উচ্চতা এবং তার হাতের কাজকর্ম তথা এমন বিষয়গুলো পুরুষদের দৃষ্টিগোচর হবেই।"

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯৮)

অতএব, উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে প্রমাণ হয় যে, নারীদেহের প্রত্যেক সেই অংশ যা তার সৌন্দর্যের গণ্ডিভুক্ত হয় এবং পরপুরুষের জন্য আকর্ষণের কারণ হয়, সাধারণ অবস্থায় সেসবের পর্দা করা মহিলার জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন: হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশীয়ার শিক্ষার্থীদের ৩১ অক্টোবর, ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মোলাকাতে একজন শিক্ষার্থী হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২০২৫ সালে ইন্দোনেশীয়াতে (আহমদীয়া) জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি হবে, (এ সময়) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমাদের কি করা উচিত?

এরপর ৮ পাতায়..

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০২২

স্কুল,কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের সঙ্গে হুযুরের বৈঠক।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্রের সদর লাজনা ইমাউল্লাহ্ শ্রদ্ধেয়া সালেহা মালিক সাহেবা অনুষ্ঠান পরিচিতি তুলে ধরেন।

এরপর পি.এইচ.ডি-র এক ছাত্রা তামান্না রহমান সাহেবা নিম্নরূপ গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন-

"Effects of Climate change on different communities"

তিনি নিজের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, এই প্রেজেন্টেশনের উদ্দেশ্য হল একথা প্রকাশ করা যে, জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য সরকার কিভাবে নিজের নীতি পরিবর্তন কতে পারে। কোন কাজ জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন, জলদূষণ এবং বায়ু দুষণ প্রভৃতি কারণে সাধারণ মানুষ দীর্ঘমেয়াদীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার হতে পারে। এগুলি মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সাব্যস্ত হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও আরও ক্ষয়ক্ষতি অপেক্ষা করছে। এই গবেষণায় এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের কি কি প্রভাব পড়তে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নে উত্তরে তিনি বলেন, এই গবেষণার জন্য ইউনিভার্সিটি অর্থ সরবরাহ করছে। এছাড়াও ইউ.এস.ফোর্স সার্ভিসও জানতে আগ্রহী যে নিম্ন আয়ের মানুষেরা কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রভাবিত হচ্ছে। কেননা নিম্ন আয়ের পরিবারেরা শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চল ও উপত্যকায় বাস করে, যেখানে তাপপ্রবাহ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাই এরাই সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়। পরিস্কার পানীয় জল, বায়ু, বাসস্থান এবং কাজের সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার। এই নিয়েই গবেষণা চলছে।

এরপর আরহামা রুশদী সাহেবা নিজের প্রেজেন্টেশন দেন।

"Preventing Wartime Violennce Against Civilians"

এই গবেষণায় এ বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা হয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধ থেকে সৈন্যরা যখন ফিরে আসে, তখন তাদের স্নায়ুর উপর গভীর চাপ থাকে আর তারা "Post war trauma এর শিকার হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের অবস্থা যুদ্ধের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিছু সৈন্য উগ্রতার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে আর প্রায়শ সাধারণ নাগরিক তাদের শিকার হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য এমন ডেটাবেস তৈরী করা যার মাধ্যমে নাগরিকদেরকে এই সব সেনাদের উগ্রতার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করা। বর্তমান যুগের যুদ্ধের কৌশলে অনেক পরিবর্তন এসেছে। যুদ্ধ এখন বাইরে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবর্তে শহর ও গ্রামাঞ্চল এবং বিভিন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় হয়ে থাকে। যার কারণে সাধারণ মানুষ নিহত হয়। এই গবেষণায় বেসামরিক নাগরিকদের উপর হওয়া বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচারকে দৃষ্টিপটে রাখা হচ্ছে। যেমন, যৌন-নির্যাতন, শারিরিক উৎপীড়ন, লুটতরাজ ইত্যাদি। এই গবেষণার উদ্দেশ্য, সৈন্যদেরকে কিভাবে কি কি শেখানো উচিত আর সরকারদের এমন নীতি প্রণয়ন করা উচিত যা সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে পারে।

এরপর শেরিফা কুজো সাহেবা একটি প্রেজেন্টেশন দেন যার বিষয় বস্তু ছিল-

"Enhanced Oil Recovery (polymer flooding) "

তেল উত্তোলনের প্রথম পদ্ধতিটিকে অয়েল রিকভারি বলা হয়। যেমন কোনও ড্রিঙ্ক খাওয়ার জন্য স্ট্র-র ব্যবহার হয়। পাইপের মাধ্যমে তেল বহনের জন্য পাইপের মধ্যে চাপ তৈরী করা হয়। এই পদ্ধতিতে কেবল দশ শতাংশ তৈল উত্তোলন সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা হয় সেকেন্ডারি রিকভারি। যে পদ্ধতিতে রিজার্ভার-এর মধ্যে চাপ দেওয়া হয়। এই চাপ তৈরী হয় পানি ও গ্যাস প্রবেশের মাধ্যমে এবং এটা সেই স্থানে দেওয়া হয় যেখান থেকে একবার তৈল উত্তোলনের কাজ হয়েছে এবং জায়গা খালি পড়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে চাপ তৈরী হয় এবং ৩০ শতাংশ তৈল উত্তোলন সম্ভব হয়।

তৃতীয় পদ্ধতিটিকে বলা হয়-

"Enhanced Oil Recovery

এর বিভিন্ন দিক আছে। প্রথমত, তেলকে নাড়ানোর জন্য পানির ব্যবহার হয়। দ্বিতীয়ত পলিমার (রাসায়নিক মিশ্রন) ব্যবহার করা হয়।

পলিমার ফ্লাডিং সব থেকে ভাল উপায়, কেননা এই পদ্ধতিতে প্রায় সমস্ত তেল উত্তোলন সম্ভব হয়। আর এই পদ্ধতি বাতাসের জন্যও ক্ষতিকর নয়।

যে ছাত্রীটি এই প্রেজেন্টেশন দেয় সে ঘানার মূল নিবাসী।

হুযুর আনোয়ার তাকে বলেন, তোমাদের দেশেও তেলের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি দোয়া করি, আপনারা সেটিকে নাইজেরিয়ার মত অপব্যবহার করবেন না, যেখানে তারা সমস্ত সম্পদ অপর জাতির মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার প্রশ্ন করেন, আপনারা অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানির জন্য প্রত্যহ কত ব্যারেল পেট্রোল উত্তোলন করছেন?

ছাত্রীটি উত্তর দেয়, প্রত্যহ এক লক্ষ ব্যারেল হিসেবে তেল উত্তোলন করা হচ্ছে আর পশ্চিমের দেশগুলিতে রপ্তানি করা হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা তো অবিচার! বিদেশী কোম্পানীগুলি ৭০ শতাংশ তেল নিয়ে যাচ্ছে আর বাকি ৩০ শতাংশ স্থানীয় দেশগুলি পাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সল্ট পন্ড-এর কাছেও একটি কূপ ছিল।

ছাত্রীটি উত্তর দেয়, সেখান থেকে এখন প্রত্যহ ৮০ ব্যারেল তেল উৎপাদন করা হচ্ছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন প্রত্যহ এই কূপটি থেকে ৫ হাজার ব্যারেল তেল উৎপাদন করা হত।

ভদ্রমহিলা বলেন, টেমায় একটি পেট্রোলিয়াম শোধনাগার আছে। হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, টাকারাদি থেকে এই রিফাইনারী পর্যন্ত তেল কি পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে?

ভদ্রমহিলা বলেন, এমনটিই হচ্ছে?

এরপর তৈয়্যবা মালহাবি নিজের প্রেজেন্টেশন দেন।

"Requirements for Medical School and Masters in Health Care Administration."

তিনি বলেন, মেডিসিন এখানে সব থেকে বেশি সময়সাপেক্ষ এবং কঠিন পড়াশোনা। এর Average Grade Point সব থেকে বেশি। এতে ভর্তির জন্য এবং সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে হলে Voluntary Experience এবং গবেষণা এবং Extra Curricular Activities ও অত্যন্ত প্রয়োজন। চার বছর পড়াশোনার পর তিন বছর রেসিডেন্সি থাকে। সব শেষে যুক্তরাষ্ট্রের মেডিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত জরুরী।

হুযুর আনোয়ার ছাত্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কতজন ছাত্রী মেডিক্যাল লাইনে পড়াশোনা করছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা যে গ্রাফ দিয়েছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, ৬০ শতাংশ মেয়ে মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করছে।

সদর লাজনা বলেন, মেডিসিন সংক্রান্ত যে সব বিষয়গুলি রয়েছে, সেগুলি এই গ্রাফে মেডিসিনের আওতায় রাখা হয়েছে।

একজন ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, অনেক মেয়ে পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লেখে। হুযুর আনোয়ারের দৃষ্টিতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি যা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যে কোনও নতুন প্রবন্ধ লেখা উচিত যার সঙ্গে ইসলামের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। দেখুন, বিরুদ্ধবাদীরা কিভাবে ইসলাম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর নামে অপবাদ দিচ্ছে এবং কুররআন করীমের অপব্যাখ্যা করছে। তাই আপনারা কুরআন করীম অধ্যায়ন করুন, এর থেকে জ্ঞান আহোরণ করুন যাতে ইসলামের উপর হওয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করা যায়।

শুধু ইসলামের উপর হওয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করাই নয়, বরং এটাও স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন যে, ইসলাম কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে শর্তসাপেক্ষে জিহাদের অনুমতি দেয়। কুরআন করীমের মাত্র ১৯০ টি আয়াত জিহাদের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। অথচ শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের বিষয়ে বাইবেলে ৫শ'র বেশি আয়াত রয়েছে।

এক ছাত্রী নিবেদন করে, সে উকিল হতে চায়। এখন সে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে। উকিল হওয়ার পর সে কিভাবে জামাতের সেবা করতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি ওয়াকফা নও। আমি ওয়াকফে নও মেয়েদের ওকালত পড়তে নিষেধ করি। আপনি যদি ওয়াকফা নও না হতেন আর ওকালত পড়তে আগ্রহী হতেন, তবে নিপীড়িত মহিলাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আপনার মানবাধিকার কিম্বা পারিবারিক আইন নিয়ে ল' পড়া উচিত। মেয়েদের ক্রিমিন্যাল ল' পড়া উচিত নয়।

এক ছাত্রী প্রশ্ন করে যে, অনেক কলেজে আহমদীয়া স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন রয়েছে। আর আহমদী মেয়েদের আহমদী ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে পর্দার শর্ত বজায় রাখবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- এখন যেভাবে পর্দা করেছেন, কলেজেও যদি এভাবেই পর্দা করেন তবে এটা হল পর্দার নিম্নতম মান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের কলেজে আহমদী কিম্বা অ-আহমদী ছেলেদের সঙ্গে একই ধরণের সম্পর্ক রাখা উচিত, শুধু মাত্র পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সম্পর্ক রাখা উচিত। বন্ধুত্ব করতে হবে না, ছাত্রদের সঙ্গে ক্যাফেটেরিয়ায় সময় কাটাতে হবে না। আপনি সেই ছাত্রদের সঙ্গে পড়াশোনার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন কিম্বা যদি কোনও ছাত্রকে পড়াশোনার বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে আপনি তাকে সাহায্য করতে পারেন। সবসময় তাদের সঙ্গে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে কথাবার্তা বলবেন, বন্ধু হিসেবে নয়।

প্রশ্ন: লোকে মনে করে যে সব আহমদী মেয়েরা হিজাব ব্যবহার করে তারা অত্যাচারের শিকার। কিভাবে তাদের উত্তর দেওয়া যায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনাকে কি কেউ হিজাব পরতে বাধ্য করেছে? মেয়েটি উত্তর দেয়, না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাকে মানুষকে বোঝাতে হবে যে আপনি হিজাব কেন পরেন। হুযুর আনোয়ার এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, আপনার যদি হিজাব পরতে অসুবিধা হয় তবে বলতেই হবে যে আপনার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। আপনি হাসিখুশি থাকুন আর হিজাব পরার সময় আরও বেশি হাসিখুশি ভাব প্রকাশ করুন।

প্রশ্ন: আর্কিটেক্ট হিসেবে জামাতের কি সেবা করা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের আর্কিটেক্টের প্রয়োজন রয়েছে। বায়তুল হামীদ একটি চমৎকার স্থাপত্য। কিন্তু এর মিনার অন্যান্য মসজিদের মিনারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ডিজাইনিং এবং সৌন্দর্য উপলব্ধি করার চেতনা উন্নত এবং তাদের মধ্যে ছেলেদের থেকে ভাল আর্কিটেক্ট হওয়ার গুণ আছে।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 1 June, 2023 Issue No.22

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

থাকে, কিন্তু এমনটি বলা যাবে না যে, এটাই তার কারণ।

বস্তুত খোদা মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন, ফিরিশতারা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে থাকে। এই কারণে إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ বলার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, আমরা এই বাণীকে ভবিষ্যতে সতেজ ইলহামের মাধ্যমে রক্ষা করতে থাকব। অর্থাৎ সংস্কারক এবং আল্লাহ্-র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষরা আবির্ভূত হতে থাকবেন।

একথা স্পষ্ট যে, যে=গ্রন্থে শব্দগুলি অক্ষত থাকে কিন্তু এর অর্থ সুরক্ষিত থাকে না, সেটিকে সুরক্ষিত গ্রন্থ বলা যায় না। যেমন- বেদ। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে আক্ষরিকভাবে এটি সুরক্ষিত আছে, তবু গ্রন্থটি পরিপূর্ণ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সুরক্ষিত নয়। কেননা যে ভাষায় বেদ অবতীর্ণ হয়েছে সেই ভাষাটিই সুরক্ষিত নেই। এই কারণে এর অর্থগুলি একেবারে সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়েছে। এখন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে কোন ব্যক্তি যদি এর সঠিক অর্থ বলে না দেয়, তবে কে বলতে পারে যে সে তার সঠিক অর্থ বর্ণনা করছে, বা এর শিক্ষা শিরোধার্য করছে? এই ত্রুটি দূর হতে পারে, যদি কিছু কিছু সময়ের ব্যবধানের পর এমন ব্যক্তিরা উঠে দাঁড়ায় যারা মানুষকে ঐশী গ্রন্থের সঠিক অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আর এই ব্যবস্থাটি কুরআন করীমের জন্য স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থগুলির নিরাপত্তার জন্যও তাদের যুগে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যখন সেগুলি জীবিত ছিল অর্থাৎ পৃথিবীতে অনুশীলনযোগ্য ছিল।কিন্তু এখন তা আর নেই। এখন কেবল কুরআন করীমের সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর অনুসারীরা প্রত্যেক যুগে খোদার পক্ষ থেকে সরাসরি ইলহাম প্রাপ্ত হওয়ার দাবি করে এসেছে আর এই যুগে যখন কিনা মানুষ ধর্মের বিষয়ে চরম উদাসীন হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় আল্লাহ্ এমন এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে আবির্ভূত করলেন, যিনি সম্পূর্ণভাবে কুরআন করীমের তফসীরকে অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও টিকার ছড়াছড়ি থেকে মুক্ত করে কুরআনকে প্রকৃত রূপে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরলেন। এমনকি যে কুরআন সেই যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের সামনে এক করুণাপ্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন তা আক্রমনোন্মুখ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যার সামনে দর্শনশাস্ত্রের সকল যুক্তি ও (মিথ্যা) ধর্মসমূহ এমনভাবে পলায়নপর হয়ে উঠেছে যেভাবে সিংহের সামনে শিয়াল। 'ফা সুবহানাআল্লাহিল মালিকিল আযিয'। কুরআন করীম ছাড়া অন্য যে কোন ধর্মের অনুসারী যদি কোন বিষয়ের উপর আক্রমণ করে,তবে আমি দাবি করছি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের অনুসরণের কল্যাণে আমি তার যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারি এবং প্রত্যেক বিদ্বানকে নিরুত্তর করে দিতে পারি। তারা সাময়িক আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কারণে হয়তো প্রকাশ্যে স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে না। সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই নিয়ে আমি পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি মনে করি যে, যখন থেকে এই জগতে আমি প্রবেশ করেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঘরে বাইরে কোথাও এ বিষয়টি নিয়ে আমাকে অপদস্ত হতে হয় নি।

বস্তুত কেবল মানবীয় বুদ্ধির উপর ভিত্তি করেই খোদা তা'লা কুরআন মজীদের অর্থকে সুরক্ষিত রাখেন নি, এর ব্যাখ্যার ভার মানুষের বুদ্ধির উপর চাপিয়ে দেন নি। বরং তিনি স্বয়ং নিজের এই বাণীর মাধ্যমে এটিকে বিশ্বজনীন করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এর একটি উপকারও হয়েছে। যখন এভাবে এর বাস্তব পরিণাম প্রকাশ পায়, তখন কুরআন মজীদ সুরক্ষিত থাকার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ওষুধ যদি কাজ করে তবে আমরা সেটি টাটকা মনে করি, অন্যথা মনে করি যে এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কুরআন করীমের সতেজ ফলগুলিও প্রমাণ করতে থাকে যে, কুরআন অক্ষত এবং জীবিত গ্রন্থ। এটি কুরআন মজীদের সুরক্ষিত থাকা এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম যা অন্য কোন পুস্তকের নেই, আর থাকবেও না।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯)

অ-আহমদীদের সঙ্গে বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের সদস্য সংখ্যা যেহেতু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বর্তমানে তা হাজার হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা অচীরেই লক্ষ-তে পৌছে যাবে। (এখন আল্লাহ্র কৃপায় তা কোটিতে উপনীত হয়েছে) তাই হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হল, এদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্য, এবং এদের পরিবার পরিজন আর আত্মীয় স্বজনের কুপ্রভাব থেকে আর মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলে-মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

এ কথা স্পষ্ট, যারা বিরোধী মৌলবীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় বিদ্বেষ, হিংসা আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভূক্ত না হয়, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এ জামা'ত সম্পদে, জ্ঞানে, কল্যাণে, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে, পুণ্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই এখন তাদের মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি তাকওয়া পরায়ণ অসংখ্য লোক এ জামা'তে বিদ্যমান। আর প্রত্যেক ইসলামী গোষ্ঠীর লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না– যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী।

স্মরণ রাখবেন! যারা এমন লোকদের পরিত্যাগ করতে না পারে, তারা আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নয়। যতদিন পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য এক ভাই নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করতে না পারে, পিতা নিজ পুত্র থেকে পৃথক হতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব সমস্ত জামা'ত মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক।

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ডপৃষ্ঠা: ৫০-৫১)

(নজম)

সমব্যথী

–এস এম দাউদ আলি

আমার বাংলাদেশের ভাই
আমার পঞ্চগড়ের ভাই
যে কুরবানী পেশ করেছো
তার তুলনা নাই॥

রসুলুল্লাহ্র আদেশ মেনে
মাহদীর হাতে বয়াত নিয়ে
মোল্লাদের আক্রোশের চোখে
দাঁড়িয়ে থাকা দায়॥

ভালবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো পরে
এর উপর আমল করেছো
দেখছে জগটাই॥

মুহাম্মদ জাহিদ হাসান
খোদার পথে হলো কুরবান
শহীদের খুন যায় না বৃথা
বুজুর্গানে কয়॥

এক আল্লাহ্ বিশ্বাস করে
ঐ রসুলের রজ্জু ধরে
যুগ খলীফার নেতৃত্বে
চলছো সর্বদায়॥

খোদা তা'লার পরীক্ষাতে
দিয়েছো সবাই মাথা পেতে
আনুগত্যের বীর মুজাহিদ
তোমাদের সালামা জানাই॥

আমার বাংলাদেশের ভাই
আমার পঞ্চগড়ের ভাই
যে কুরবানী পেশ করেছো
তার তুলনা নাই॥

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir